আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

মাসিক সুন্নীবার্তা

১৭৯

SUNNI BARTA

৮৮ তম সংখ্যা মার্চ-মে'১৫
শাবান ১৪৩৬ হিজরী

শব-ই বরাত বিশেষ সংখ্যা

প্রচারে

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)

AHLE SUNNAT WAL JAMA'AT (BANGLADESH)

E-mail :hafej_ma.jalil@yahoo.com. Website : http:// Sunnibarta.wordpress.com

নং- জেপ্রঢা/প্রকা:/২০০৭/০৭

মাসিক
সুন্নীবার্তা
SUNNI BARTA

১২.০০ টাকা মাত্র

প্রতিষ্ঠাতা
অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আব্দুল জলিল (রাঃ)
এম.এম_এম.এ_বিসিএস

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মুফতী মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন
খতীব, গাউছুল আযম জামে মসজিদ, শাহ্জাহানপুর, ঢাকা।

সহকারী সম্পাদক
মোহাম্মদ আবুল হাশেম
দপ্তর সম্পাদক, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
মোবাইল: ০১৭১১১৮৫৩২৬

নির্বাহী ও সার্কুলেশন সম্পাদক
মোহাম্মদ আব্দুর রব
অর্থ সচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
যুগ্ম-পরিচালক (অবঃ) বাংলাদেশ ব্যাংক
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

টাকা প্রেরণ ও যাবতীয় যোগাযোগ ঠিকানা
মোহাম্মদ আব্দুর রব
"মা নীড় " ১৩২/৩ আহমদবাগ, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬
E-mail:sunnibarta11@yahoo.com

অফিস নির্বাহী
মুহাম্মদ সেকান্দর হোসেন সুমন
সভাপতি, বাংলাদেশ যুবসেনা। মোবাইল ঃ ০১৭১৬৫৭৩৩৩৩

মহিলা অঙ্গন
সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

উপদেষ্টা পরিষদ
- ড: আজিজুর রহমান চৌধুরী এ্যাডভোকেট
- ডঃ জালাল আহম্মেদ
- অধ্যাপক আলহাজ্ব এম.এ. হাই
- ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ কুদরত উল্লাহ
- আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন

সহযোগিতায়
- কাজী মাওলানা মোবারক হোসাইন ফরাজী আল-কাদেরী
- আলহাজ্ব মাওলানা সেকান্দার হোসেন আল-কাদেরী
- এ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসাইন পাটোয়ারী আশরাফী
- অধ্যক্ষ ড: এম.এম. আনোয়ার হোসাইন এ্যাডভোকেট
- ড: এ্যাভোকেট মাওঃ আব্দুল আউয়াল
- আলহাজ্ব শাহ আলম ✡ মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন
- আলহাজ্ব সফিকুর রহমান পটওয়ারী
- সৈয়দ মোস্তাক মিয়া ✡ সৈয়দ মুহাম্মদ আলী দুলন
- এ্যাভোকেট জালাল ✡ আলহাজ্ব মোঃ জামাল মিয়া
- আলহাজ্ব গোলাম কিবরিয়া ✡ মুহাম্মদ আবদুল মতিন
- মুহাম্মদ হাশেম ✡ আবদুল আজিজ
- আলহাজ্ব আবদুল মালেক
- মোঃ হাবিবুর রহমান ✡ আবু তাহের ✡ আবু সাঈদ।
- মোঃ রফিকুল ইসলাম ✡ মোঃ বিল্লাল হোসাইন।

সৌজন্য হাদিয়া

বাংলাদেশ (প্রতি কপি)	১২ টাকা মাত্র
যুক্তরাজ্য (বার্ষিক)	£ ১২.০০
যুক্তরাষ্ট্র (বার্ষিক)	৳ ২৪.০০
সৌদীআরব (বার্ষিক)	S.R. ৪৮.০০
কুয়েত (বার্ষিক)	Dinar ১২.০০
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (বার্ষিক)	Euro ১৫.০০

প্রচারে ঃ আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
স্বত্ত্বে ঃ সুন্নী ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স

বিজ্ঞাপনের হার ঃ পূর্ণ পৃষ্ঠা-৩০০০ (তিন হাজার) টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা-১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা, কোয়াটার পৃষ্ঠা-৭৫০ টাকা

ডাঃ দিলরুবা ইয়াসমিন কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল্ কারনী প্রিন্টার্স, ১০০/এ, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ হতে মূদ্রিত।
ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, E-mail : hafez_ma.jalil@yahoo.com. Website: http:// Sunnibarta.wordpress.com

সূচীপত্র

জলিলুল বয়ান ফি তাফসিরিল কুরআন - --০১

দরসে হাদীস: মহিমান্বিত শবে বরাত -- --০৪

শবে বরাত নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তির নিরসন ---------- --০৭

মাহে শা'বান ও মহান শবে-বরাত ----- --১৭

পবিত্র লায়লাতুল বরাআত ---------- --১৯

শা'বান ও শবে বরাআত ---------- --২২

সুন্নীবার্তার এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

* দেশী এজেন্সী ঃ ন্যূনতম ১০ কপি - ৩০% কমিশন। ভিপি যোগে প্রেরণ। এক মাসের টাকা অগ্রীম জামানত।
* বিদেশী এজেন্সী ঃ ন্যূনতম ৫ কপি - ৪০% কমিশন। রেমিটেন্সের মাধ্যমে ২৫৯৩ ব্যাংক একাউন্টে টাকা প্রেরণ করবেন। (তিন মাস অন্তর)
* বিদেশী গ্রাহক ঃ বার্ষিক- 12.00, $24.00, SR 48.00, EURO 15.00 & KD 12.00।
* দেশী গ্রাহক ঃ (রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে) বার্ষিক ২০০ টাকা মানি অর্ডার যোগে অগ্রিম টাকা প্রেরণ।
* নাম, গ্রাম, ডাকঘর ও জেলার নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে।

বিদেশী গ্রাহকগণের রেমিটেন্স প্রেরণের ব্যাংক একাউন্ট

Md. Abdur Rab
SB A/C 005012100105341
United Commrcial Bank Ltd.
Mohammadpur Branch, Dhaka-1207

দেশী গ্রহক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ এবং মানি অর্ডারের টাকা পাঠানোর ঠিকানা

মোহাম্মদ আবদুর রব
মা নীড়, ১৩২/৩, আহমদবাগ, সবুজবাগ, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৭২৭৫১০৭, মোবাইল: ০১৭২০ ৯০৬ ৯৯৬

সম্পাদকীয়

এলো শা'বান এলো শবে বরাআত

চান্দ্র বৎসরের অষ্টম মাস মাহে শা'বান এসেছে আবারো। এ মাস নবীর মাস বলে হাদীসে বর্ণিত। প্রিয় নবীজি রমজান ছাড়া বেশী রোযা রাখতেন এ মাসেই। সারা বৎসরের আমল নামা মহান রবের দরবারে যায় শা'বান মাসে। এ মাসে রয়েছে মহিমান্বিত রজনী "লাইলাতুল বারাআত"। ভাগ্য রজনী, মুক্তি রজনী খ্যাত এ রাত মুসলিম মিল্লাতের কাছে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। নর-নারী, আবাল বৃদ্ধ-বণিতা প্রায় সবাই ইবাদত বন্দেগী তথা নামায, কুরআন তিলাওয়াত, কবর যিয়ারত এবং পরবর্তী দিন রোযা রাখে। এ সব নিঃসন্দেহে ভাল এবং বরকতময় কাজ। হাদীসে পাকের ভাষায় এ রাতেই মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় বান্দাদেরকে বড় বড় পুরস্কারে ভূষিত করেন।

পুণ্যময় এ রজনীকে নিয়ে একনিষ্ট মুসলিম মিল্লাতের মাঝে যেমন উৎসাহ উদ্দীপনার অন্ত নেই তেমনি আরেক শ্রেণীর নামধারী মুসলিম গোষ্টির বিতর্কেরও শেষ নেই। পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত ফযিলতপূর্ণ এ রাতের ইবাদতকে বিদআত নাজায়েজ ইত্যাদি আখ্যা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না এরা। এরা পথহারা, বিভ্রান্তি সৃষ্টি কারী। এরা ইসলামের অপব্যাখ্যাকারী এদের গোমরাহী থেকে সবাই দুরে থাকুন। রক্ষা করুন নিজেদের মুল্যবান ঈমান-আকীদা।

২৭ মে ২০১৫

মাসিক সুন্নীবার্তা নিয়মিত প্রকাশ করতে না পারায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। -সম্পাদক

জলিলুল বয়ান ফি তাফসিরিল কুরআন

অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল (রহঃ)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

"যারা ঐসব বিষয় গোপন করে যা আল্লাহ্ কিতাবের মাধ্যমে নাযিল করেছেন এবং তার বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে। তারা তাদের পেটের মধ্যে আগুন ছাড়া অন্য কিছু ভরে না। আর আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে মায়ার কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।" (সূরা বাকারা, আয়াত-১৭৪)

বর্ণনার ধারাবাহিকতা ঃ পূর্ব আয়াতে ঐসব হারামের বর্ণনা ছিলো যা আল্লাহ নিজে হারাম ঘোষণা করেছেন। এখন বর্ণনা হচ্ছে ঐসব হারাম বস্তুত যা বান্দার অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে অর্জিত হয় যেমন কিতাবের হুকুম রদবদল করে পয়সা গ্রহণ করে বা অপব্যাখ্যা করে তার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে।

শানে নুযুল ঃ ইয়াহুদী আলেমগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাবের পূর্ব লোকদের মধ্যে হুজুরের নাম মোবারক এবং গুণাবলীর খুব চর্চা করতো এবং বলতো তিনি আমাদের বংশেই আগমন করবেন। লোকেরা এজন্য তাদের সম্মানজনক হাদীয়া পেশ করতো এবং মনে করতো এরাই তো সে নবীর ঘনিষ্ঠ আপনজন হবেন। সুতরাং তাদের সাথে খাতির রক্ষা করতে পারলে আমাদের লাভ হবে। কিন্তু যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাব বণী ইসমাইলে হলো তখন ইয়াহুদী আলেমরা সুর পাল্টিয়ে বলতে লাগলো আরে আমাদের কিতাবে তো লেখা আছে শেষনবী আমাদের বংশে আসবেন। ইনি সেই নবী নন। তোমরা অপেক্ষা করো অতি সত্তর সেই নবী আমাদের মধ্যেই আসবেন। এতে তাদের রুজি রোজগারের পথ আরো বেড়ে গেল। এভাবে তারা কিতাব বিকৃত করে তার বিনিময়ে দুনিয়ার সামান্য ও তুচ্ছ টাকা-পয়সা রোজগার করতে লাগলো। তাদের ব্যাপারেই অত্র আয়াত নাযিল হয় এবং বলা হয় এরা পেটে আগুন ভরেছে। যার ফলে আল্লাহ এদের সাথে মায়ার কথা বলবেন না। এবং দোযখ থেকেও পবিত্র করবেন না বরং তাদের জন্য রেখেছেন বেদনাদায়ক আযাব।

আজকাল অনেকেই সৈয়দ না হয়েও নিজেকে সৈয়দ দাবি করে শুধু দুনিয়ার স্বার্থে। তারা ইয়াহুদী আলেমদের ন্যায়। এরা হুজুরের নাম ভাঙ্গিয়ে নিজের আখের গোছায়। অন্য একদল নবীর নামের দোহাই দিয়ে নিজেদের পকেট ভারী করে। অপর দিকে হুযুরের শানমান গোপন করে। তাদের জন্যই অত্র আয়াত। কেননা, আল্লাহ পাক বলেছেন, যারাই নবীর শান গোপন করে তারাই পেটে আগুন ভরে। এখানে ইয়াহুদী-মুসলমান সবাই অন্তর্ভূক্ত।

খোলাসা তাফসীর ঃ আল্লাহ পাক মুসলমানদের লক্ষ্য করে এরশাদ করেন, দেখো, বিপদে পড়লে হালাল খাদ্য না পেলে অননোপায় হয়ে হারাম জন্তু খাওয়া জায়েয ও হালাল হয়ে যায়। কিন্তু এমন একটি হারাম বস্তু আছে যা কোন অবস্থাতেই হালাল হয় না। তা হলো ঘুষের পয়সা। বিশেষ করে ধর্ম বিকৃত করে যে ঘুষ গ্রহণ করা হয় তা আরো জঘন্য হারাম। ইয়াহুদী আলেমগণ এই ধরনের ঘুষের ব্যবসায় লিপ্ত। তাদেরই মূলতঃ ধর্ম ব্যবসায়ী আলেম বলা হয়।

তাদের কাজ ছিলো ধর্মের সত্য বিষয় প্রকাশ করা এবং প্রচার করা। তা না করে তারা ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধার করে। তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানমান গোপন করে তাদের কিতাবে বিকৃত ব্যাখ্যা করে মানুষের থেকে টাকা-পয়সা গ্রহণ করে। দুনিয়ার তুচ্ছ জিনিস অর্জনের জন্য ধর্মকে বিক্রি করে দিচ্ছে। এরা এপথে যে অর্থ কামাচ্ছে এবং খাচ্ছে তা খাদ্য নয় বরং আগুন পেটে ভরা। যেহেতু তারা দুনিয়াতে মানুষকে আল্লাহর সত্য কালাম থেকে বঞ্চিত করবেন, তাদের পরকালে গুনাহ মাফ করে পাক পবিত্র করবেন না এবং জান্নাত নসীব করবেন না। এদের ভাগ্যে জান্নাত নেই। এরা চিরদিন জাহান্নামের বেদনা আযাব ভোগ করতে থাকবে। মুসলমানগণের মধ্যেও যারা দুনিয়া ও গদির লোভে ধর্মের অপব্যাখ্যা করে, তারাও ইয়াহুদী আলেমগণের পর্যায়ভূক্ত। বিশেষ করে কুরআনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে উচ্চ সম্মান ও মাকাম বর্ণনা করা হয়েছে যারা ঐগুলোর অপব্যাখ্যা করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছোট বা সাধারণ মানুষের কাতারে শামিল করে, তারাও কঠিন আযাব ভোগ করবে। শরিয়তের অন্যান্য বিধি-বিধানের অপব্যাখ্যা করা, বিকৃত অর্থ করা, সত্য ধামাচাপা দেওয়ার শক্তিও অবশ্যম্ভাবী। এ জন্যই আমভাবে বলা হয়েছে, নাযিলকৃত বিষয়াদি যারা গোপন করতে চায় নবীর শানমান হোক অথবা অন্যান্য বিধি বিধান হোক। শরিয়তের বিধি বিধান গোপন করা হারাম; কিন্তু মারেফাতের গোপনতত্ত্ব ও অন্যান্য সূপ্ত বিষয় প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক নয় বরং অপাত্রের কাছে তা গোপন রাখা ওয়াজিব। শরিয়তের আহকাম তিন প্রকারে গোপন করা যায়। যথা-

১. শরিয়তের কোন মাসআলার প্রয়োজন হলে আলেমগণ ইচ্ছাকৃতভাবে জানা সত্ত্বেও তা বলতে অস্বীকার করা।

২. দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের জন্য শাসকদের অবৈধ কাজকে সমর্থন করা এবং অবৈধকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে বৈধ ঘোষণা করা।

৩. ইসলামী আক্বিদার পরিপন্থী কুরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যা করা এবং সালফে সালেহীনদের ব্যাখ্যার বিপরীত ব্যাখ্যা করা। সুতরাং কুরআন ও হাদিসের আক্বিদা হলো নবীগণ মাসুম ও নিষ্পাপ। কুরআনে যে সব আয়াতে নবীগণের গুনাহের কথা বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা করতে হবে নবীগণ উম্মতের উকিল। তাই বলে কি কেউ উকিলকে অপরাধী বলে? নবীগণের ব্যাপারটিও তদ্রূপ। যারা ইসলামী আক্বিদা জানে না, মূলতঃ তারাই কুরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা করে থাকে। যারা কাফেরদের শানে নাযিলকৃত আয়াতকে মুসলমানের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করে, তারাই অপব্যাখ্যাকারী। এই দোষে অনেক তাফসীর ও বাংলা বই পুস্তক ভর্তি।

শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

১. অত্র আয়াতে বুঝা গেল-শরিয়তের মৌলিক বিষয় গোপন করা হারাম, পরিবর্তন করা কুফরী এবং ভুল ব্যাখ্যা করা বেদ্বীনী কাজ। তাফসীর আযীযীতে উল্লেখ আছে পয়সা ছাড়া মাসআলা না বলা জবরদস্তিমূলক আদায়কৃত পয়সাও হারাম।

২. লিখিতভাবে মাসয়ালা বলা এবং ফতোয়া প্রদানের জন্য কোথাও যেতে হলে হাদিয়া বা পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয।

৩. ঘুষ খাওয়া মারাত্মক হারাম। ঘুষ খাওয়া মানে দোযখের আগুন খাওয়া। বিচারকের উপর ফরয-বিচার করা। এর জন্য ঘুষ নেয়া হারাম। চাকরীজীবীগণ দাপ্তরিক কাজের জন্য বেতনভাতা পান। সব কাজ করা তার উপর ওয়াজিব। এর জন্য পৃথক পয়সা নেয়া হারাম। আলেম বা পীর মাশায়েখদের হাদিয়া কোন কাজের বিনিময়ে নয় তাই তা জায়েয। হাদিয়া ও ঘুষের মধ্যে আসমান যমীনের পার্থক্য বিদ্যমান।

৪. গুনাহগার মোমিন মলিন ও ময়লাযুক্ত কাপড়ের ন্যায়। পানি দিয়ে ধুইলে কাপড় সাফ হয়। তাওবা করলে গুনাহ মাফ হয়। কিন্তু কাফের পায়খানার ন্যায় যা পানিকেও নাপাক করে ফেলে।

প্রশ্ন ও উত্তর ঃ

১. আয়াতে বলা হয়েছে কাফেরগণ ঘুষ খেয়ে পেটে আগুন খাচ্ছে। খানা পেটেই খায়। পুনরায় উল্লেখ করার কি প্রয়োজন ছিলো?

উত্তর: যারা হালাল খাদ্য খায় তারা সুন্নাত তরিকা মতো পেটের কিছু অংশ খালি রাখে। কিন্তু ঘুষখোরদের ঘুষ আগুন হয়ে পূর্ণ পেট ভর্তি করে একটুও খালি থাকে না। এই মর্ম বুঝানোর জন্যই পূর্ণ পেট উল্লেখ করতে হয়েছে।

২. অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় কুরআনের বিধি বিধান ও নবীর শান গোপন করা কুফরী। তাহলে কি হাদিস ও ফিকহের বিধি বিধান গোপন করা জায়েয?

উত্তর: কুরআনের ন্যায় হাদিস এবং ফিকহের মাসআলা গোপন করাও হারাম। কেননা, হাদিস ও ফিক্হ মূলত: কুরআনেরই ব্যাখ্যা। তাই এটা প্রকাশ করা ওয়াজিব এবং গোপন করা হারাম। অত্র আয়াতটি নাযিল হয়েছে ইয়াহুদী আলেমদের শানে। তারা তাওরাত গোপন করতো অথবা বিকৃত ও অপব্যাখ্যা করতো। তাই তাদের কিতাব প্রসঙ্গেই একথা বলা হয়েছে। মুসলমানদের ক্ষেত্রে যেহেতু নাযিল হয়নি তাই তাদের বেলায় অত্র আয়াত প্রয়োগ করে ঐরূপ প্রশ্ন করাটাই অবান্তর। প্রসঙ্গ ছিলো আল্লাহর কিতাব তাই তাকে গোপন করার পরিণাম বলা হয়েছে। হাদিস ও ফিকহের মাসআলার ব্যাপারে অন্য হাদিস রয়েছে।

৩. অত্র আয়াতে বুঝা যায় যে, কাফেরদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কালাম করবেন না। অপর আয়াতে দেখা যায় "আমি সবাইকেই প্রশ্ন করবো।" তাহলে দুই আয়াতে দু'রকম বলা হলো কেন?

উত্তর: কালাম করবেন, এটা যেমন সত্য, তদ্রূপ কালাম করবেন না এটাও সত্য। কালাম দু'প্রকার। ১. সরাসরি ২. কারো মাধ্যমে। আল্লাহ সরাসরি তাদের সাথে কথা বলবেন না। অথবা মহব্বতের সাথে কথা বলবেন না বরং গযবের সাথে কথা বলবেন।

সুতরাং দুই আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। দুই আয়াতে দুই অবস্থার কথা বলা হয়েছে।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এর পথে

বাংলাদেশ যুবসেনায় যোগদিন

বাংলাদেশ যুবসেনা
BANGLADESH JUBOSENA

যোগাযোগ :

মোহাম্মদ ফারিজুল বারী, ০১৯২১৩০৮০৫৯
মোহাম্মদ মোস্তাক আহমেদ, ০১৯১১৯৬৪২৮৬
মোহাম্মদ আজিম চৌধুরী, ০১৬১৬৫৫৫৬৬৪

দরছে হাদীস

মহিমান্বিত শবে বরাত

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ " وفى رواية حتى تطلع الشمس-

-''হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন শাবানের চৌদ্দ তারিখ আসবে, সে রাতে তোমরা কিয়াম করবে (নামায ইবাদত বন্দেগীতে কাটাবে) এবং দিনে রোযা রাখবে, আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত এ রাতে সূর্যাস্তের সাথে সাথে প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কেউ আছ কি? ক্ষমা চাইলে আমি গুনাহ ক্ষমা করে দেব। কেউ রোগাগ্রস্ত আছ কি? (রোগ মুক্তি প্রার্থনা করলে) আমি আরোগ্য দান করব। কেউ রিযিক চাওয়ার আছ কি? আমি তোমাকে রিযিক (জীবন উপকরণ) দেব। কেউ আছ কি? কেউ আছ কি? এভাবে ফযর পর্যন্ত ঘোষণা আসতে থাকে। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে সূর্যোদয় পর্যন্ত ঘোষণা চলতে থাকে।''[১]

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন-

حم - وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ - إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ

-''হা-মীম (এর অর্থ আল্লাহই জানেন) শপথ, আলোকিত কিতাবের। নিশ্চয় আমি তা নাযিল করেছি বরকতপূর্ণ রজনীতে।'' (সূরা দুখান, ১-৩)

ওলামায়ে কেরাম, মুফাস্সিরে কেরামের মতে এখানে বরকতময় রজনী বলতে 'লাইলাতুল বরাত' কে বুঝানো হয়েছে। কেননা, এ রাতে পৃথিবীবাসীর উপর নেমে আসে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে অশেষ নেয়ামত, বরকত, ফেরেশতারা নাযিল হন গুনাহ মাফের সুসংবাদ নিয়ে।

মাওলা আলী শেরে খোদা হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদিসে রয়েছে নবীজী এরশাদ করেছেন- শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা নূরানী তাজাল্লী প্রথম আসমানে হয় আর তিনি দয়া পরবশ হয়ে মুশরিক, আত্মিয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং দুশ্চরিত্রবতী মহিলা ছাড়া বাকী সবাই কে ক্ষমা করে দেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদিসে রয়েছে নবীজী এরশাদ করেছেন- শাবানে চৌদ্দ তারিখে নবীজী আমার হুজরা হতে গভীর রজনীতে বিছানা হতে উঠে গেলেন। আমি মনে করলাম নবীজী অন্য কোন বিবির ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আমি তাঁকে তালাশ করতে যাচ্ছি এই মুহূর্তে আমার হাত তাঁর পা মোবারকে লাগল। বুঝতে পারলাম তিনি তখন নামাযের মধ্যে সাজদাহ্ রত। হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রা.) বলেন, নবীজী ঐ রাত্রে ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত ইবাদাতেই মশগুল ছিলেন। কখনো দাঁড়িয়ে ইবাদাত করছিলেন, আবার কখনো বা বসে। এক পর্যায়ে তাঁর পা মোবারক ফুলে যাচ্ছিল। আমি তাঁর পা মোবারক টিপতে টিপতে বললাম আমার পিতা-মাতা আপনার নূরানী কদমে উৎসর্গ হোক। আল্লাহ পাক কি আপনার কারণে পূর্বাপর উম্মতের গুনাহ মাফ করে দেননি? (অর্থাৎ আপনি এত কষ্ট করছেন কেন?) উত্তরে নবীজী এরশাদ করলেন। আয়েশা! আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? তুমি জাননা আজকের এই রাত্রি কোন রাত্রি? আমি বললাম মেহেরবাণী করে বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ! জবাবে নবীজী এরশাদ করেন-

এই রাতে আগামী পূর্ণ এক বছর যত সন্তান জন্ম নেবে তাদের নাম লিখা হয়ে যাবে। সাথে সাথে যারা এই বৎসর যারা মৃত্যু বরণ করবেন তাদের নামও লিপিবদ্ধ

১. (১) ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান : ১/৪৪৪ : হাদিস : ১৩৮৮(২) ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৫/৩৫৪ পৃ.হাদিস : ৩৮২২ (৩) ইমাম বায়হাকী : ফাযায়েলুল ওয়াক্ত : হাদিস : ৩৩ (৪) দায়লামী : আল ফিরদাউস : ১/২৫৯ : হাদিস : ১০০৭(৫) ইমাম মুনযির : তারগীব ওয়াত তারহীব : ২/৭৫ : হাদিস : ১৫৫(৬) ইমাম খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ২/২৪৫পৃ. : হাদিস : ১২৩৩

হয়ে যাবে। এই রজনীতে সকল সৃষ্টির রিয্ক্ব বণ্টন হয়ে যাবে, আর এই রজনীতেই সবার আমলনামা আসমানে উঠিয়ে নেয়া হবে। আমি বললাম, এমন কোন মানুষ কি নেই যে, আল্লাহর রহমত ছাড়া বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে? উত্তরে নবীজী এরশাদ করলেন, না ! কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক স্বাধীনকৃত গোলাম হযরত ইকরামা (রা.) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ এই (সূরা দুখানের ৪নং) আয়াতাংশের তাফসীরে বলেন, শা'বানের চৌদ্দ তারিখ রাত লায়লাতুল বরাতে মহান আল্লাহ আগামী এক বছরের সব কর্মকা-ের একটা পরিকল্পনা তৈরী করেন এবং পরবর্তীতে সেই রাতেই লিপিবদ্ধ করা হয়। আর হজ্বে গমনকারীদের নামও এই রাতেই লিপিবদ্ধ হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে সেই বৎসর তালিকাভুক্ত ব্যক্তিরাই হজ্ব করতে পারেন; এতে কোন প্রকার কমবেশী করা হয় না।

হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রা.) অপর এক হাদিসে বর্ণনা করেন, আমি নবীজীর পবিত্র মুখে শুনেছি আল্লাহ তা'য়ালা চার রাতে রহমত ও বরকতের দরজা সমূহ খুলে দেন। আর ওই চার রাত হলো-১.কোরবানীর রাত ২. ঈদুল ফিতর এর রাত ৩. বারাতের রাত এবং ৪. আরাফার রাত। অন্য বর্ণনায় পাঁচ রাতের কথা বলা হয়েছে। ৫ম রাত্রি হলো-জুমার রাত।

লাইলাতুল বরাতের পুরস্কার

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, শা'বানের চৌদ্দ তারিখের রাতে হযরত জিব্রাইল (আ.) আমার কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আসমানের দিকে একটু নজর করুন। আমি বললাম আজ রাত কোন রাত? উত্তরে জিব্রাঈল আমীন বললেন, আজ সেই রাত- যে রাতে মহান আল্লাহ্ রহমতের তিনশ দরজা খুলে দেন এবং যারা শির্ক করে তারা ব্যতীত সবার গুনাহ মাফ করে দেন। কিন্তু কয়েক প্রকার লোকের গুনাহ আজকের এই রহমতের রাতেও মাফ হবে না। যেমন- যাদুকর, গনক, সুদখোর, যিনাকারী ও মদপানকারী। এরা যতক্ষণ খালেছ অন্তরে তাওবা করবে না ততক্ষন আল্লাহ পাক তাদের গুনাহ্ মাফ করবেন না।

রাতের এক চতুর্থাংশে অতিবাহিত হয়ে গেলে হযরত জিব্রাঈল (আ.) আবারো আসলেন এবং আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার মাথা মোবারক আসমানের দিকে ওঠান। নবীজী বললেন, আমি দেখতে পেলাম বেহেশতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়েছে। প্রথম দরজায় এক ফিরেশতা চিৎকার করে বলছেন, সুসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য যিনি আজকের রাতে রুকু করছেন; দ্বিতীয় দরজায় আরেক ফেরেশতা বলছেন- সুসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্যই যিনি আজ রাত সেজদা করছেন; তৃতীয় দরজার আরেক ফেরেশতা বলছেন- সুসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য যিনি আজ রাত আল্লাহর দরবারে দু'আ করছেন। চতুর্থ দরজায় আরেক ফেরেশতা চিৎকার করে বলছেন সুসংবাদ, ওই ব্যক্তির জন্য যে সরা রাত আল্লাহর যিকির করছেন। পঞ্চম দরজায় আরেক ফেরেশতা দাঁড়িয়ে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের জন্য, যারা আল্লাহর ভয়ে আজ বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন। ষষ্ঠ দরজায় আরেক ফেরেশতা বলছেন- সমস্ত মুসলমানের জন্য আজ রাত খুশীর রাত, নেয়ামতের রাত, বরকতের রাত। সপ্তম দরজায় আরেক ফেরেশতা চিৎকার করে বলছেন-আজকের রাত্রিতে প্রার্থনাকারী কেউ আছে কী তার সকল প্রার্থনা (দু'আ) আজ কবুল করা হবে। অষ্টম দরজায় আরেক ফিরেশতা বলেই যাচ্ছেন- কৃত গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনাকারী কেউ আছে কি? আজ মহান আল্লাহ বান্দার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। নবীজী বললেন, হে জিব্রাইল ! এই সমস্ত দরজা কতক্ষন খোলা থাকবে ? জিব্রাইল (আ.) আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! এসব দরজা রাতের শুরু হতে প্রভাত উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত খোলা থাকবে। অতঃপর জিব্রাইল (আ.) আরো বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ পাক বণী কলব গোত্রের মেষপালের লোমের পরিমানের সংখ্যক দোযখীকে মুক্তিদান করবেন (উল্লেখ্য যে, বনী কলব আরবের এক প্রসিদ্ধ গোত্র, যারা অধিক সংখ্যক মেষ পালন করত)। গুনিয়াতুত ত্বালেবীন কিতাবে রয়েছে শায়খ আবূ নছর (রহ.) হযরত মারওয়ান (রা.)'র সনদে হযরত আয়েশা (রা.) হতে একটি হাদিস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি এক রাতে আমার বিছানায় আমার প্রিয় রাসূলকে না পেয়ে ঘর হতে বের হয়ে পড়লাম।

পরিশেষে আমি তাঁকে খুঁজে পেলাম জান্নাতুল বাক্বীতে (কবরস্থানে)। আর তিনি সেখানে মাথা মোবারক আসমানের দিকে উঁচু করে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছেন। আমাকে দেখে নবীজী এরশাদ করলেন হে আয়েশা! তুমি এ ভাবনায় রয়েছো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার হক নষ্ট করেছেন? উত্তরে আয়েশা ছিদ্দীকা (রা.) আরজ করলেন- ইয়া রসূলাল্লাহ ! না তা নয়। তবে আমি মনে করেছিলাম আপনি অন্য কোন বিবির কাছে তাশরীফ নিয়ে গেছেন। নবীজী এরশাদ করলেন, আজ শাবানের চৌদ্দ তারিখের রাত। এই রাতে মহান আল্লাহ প্রথম আসমানে তাশরীফ আনেন এবং বনী কলব গোত্রের বকরিসমূহের লোমের অধিক সংখ্যক বান্দার গুনাহ মাফ করে দেন।

হযরত হাসান বছরী (রা.) এই রাতের আগমনের সাথে সাথে ঘর হতে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়তেন আর তিনি এমন অস্থির, বিচলিত হয়ে যেতেন যা তার চেহারয় স্পষ্ট প্রকাশ পেত। এমনও মনে হতো যে, তাকে কবরে দাফন করা হয়েছিল সেখান থেকে তিনি ভীত সন্ত্রস্থ অবস্থায় বের হয়ে এসেছেন। এর কারণ কি জানতে চাওয়া হলে তিনি উত্তর দিতেন - খোদার কসম, যে ব্যক্তির জাহাজ বিশাল সমুদ্রের মাঝে ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে তার বিপদের চাইতে আমার বিপদ কোন অংশে কম নয়। প্রশ্ন করা হলো- তা কি করে হয়? উত্তরে তিনি বলেন- আমার জীবনে যা গুনাহ হয়েছে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চত কিন্তু সাওয়াবের কাজ এর বেলায় আমি হতাশ এই জন্য যে, আমার সেই সমস্ত সাওয়াবের কাজ কি আদৌ কবুল হয়েছে না আমার মুখের উপর নিক্ষেপ করা হয়েছে ? এই ভয়ে আজ আমার এমন অবস্থা। (সুবহানাল্লাহ্!)

লাইলাতুল বরাতের ইবাদাত বন্দেগী

লায়লাতুল বারাআতের বার রাকআত নফল নামাজের নিয়মতো যুগ যুগ ধরে চলে আসছেই। এর অনেক ফজীলত। এ ছাড়া শবে বরাতের অন্যতম ইবাদাত হলো "সালাতুল খায়র"। এর নিয়ম হলো দুই রাকাতের নিয়ত করে মোট একশ' রাকাত নামায। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে দশবার "সূরা ইখলাছ" পড়বেন। সর্বমোট এক হাজার বার সূরা ইখলাছ দিয়ে। এই নামাযের বরকতের সীমা নেই। পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীন এই নামায জামাত সহকারে আদায় করতেন। হযরত হাসান বছরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন -আমি নবীজির ত্রিশজন সাহাবী থেকে শুনেছি ,যে ব্যক্তি এই রাতে উল্লিখিত নিয়মে 'সালাতুল খায়র' আদায় করে মহান আল্লাহ তার দিকে সওরবার রহমতের দৃষ্টি দান করেন এবং প্রত্যেক দৃষ্টিতে সওরটি বড় বড় হাজত পূর্ণ করেন। তন্মধ্যে একেবারে ক্ষুদ্র হাজত হলো তার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেন।

সম্মাণিত পাঠক সমাজ! বিভিন্ন নফল ইবাদাত তথা নামায, কোরআন তিলাওয়াত, দরুদ শরীফ পাঠ, যিক্‌র-আযকার, স্বজনের কবর যিয়ারত এবং বুযুর্গানে দ্বীনের পবিত্র মাযার শরিফ যিয়ারত ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা এই মহিমান্বিত রজনী লায়লাতুল বরাত পালন করতে পারি। মনে রাখবেন, যে যত বেশী ইবাদাত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবেন এক বৎসররের ভাগ্য এই রাত্রিতেই লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে এই রাতের সমস্ত বরকত, ফযিলত ও নেয়ামত লাভে যেন ধন্য করেন। আমীন!

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার

নারায়ে রিসালাত ইয়া রাসূলাল্লাহ (দ:)

খানকা-এ-জলিলিয়া

"মা নীড় " ১৩২/৩ আহমদবাগ,

রোড নং-২, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪

ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

খানকা-এ-জলিলিয়ায় প্রতি ইংরেজী মাসের ২য় বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব হালকায়ে যিকির ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সকল পীরভাই, হুজুরের ভক্তবৃন্দ ও অনুসারী খানকায় উপস্থিত হয়ে এবাদত-বন্দেগী ও হুজুরের রূহানী ফয়েজ লাভ করে আখেরাতের অশেষ নেকী হাসিল করুন।

সালামান্তে

মোহাম্মদ আবদুর রব ও হুজুরের ভক্তবৃন্দ

শবে বরাত নিয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তির নিরসন

***মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর**

বর্তমান যুগের ভয়ঙ্কর ফিতনা আহলে হাদিস শবে বরাত বিষয়টি নিয়ে খুবই বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে। তাদের কারও দাবি শবে বরাত বিদআত। কারও দাবি এটি কুরআন সুন্নাহ সম্মত নয়। তাই সে সব আপত্তির খন্ডনে আমার এ প্রবন্ধ রচনা।

লাইলাতুল বারাআত ঃ কুরআনের আলোকে ঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ-

-"নিশ্চয়ই আমি শবে কদ্বরে কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি।" (কদর আয়াত নং-১)

আল কুরআনে আরেকটি রজনীর কথা উল্লেখ রয়েছে তাকে বলা হয়েছে 'লাইলাতুল মুবারাকা' বা বরকতময়ী, কল্যাণময়ী রাত। যেমন আল্লাহ্ বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ

-"আমি উহাকে (কুরআন মাজীদকে) নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী।" (সূরা : দুখান, আয়াত, ৩)

প্রখ্যাত মুফাসসির হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু.) হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু.) এবং হযরত ইকরামা (রহ.) সহ বহু সংখ্যক সাহাবী তাবেয়ীনদের মতে উক্ত আয়াতে লাইলাতুল মুবারাকা দ্বারা চৌদ্দ-ই শাবান দিবাগত রাত বা শবে বারাআত বুঝানো হয়েছে।

যেমন কয়েকজন মুফাসসিরদের মতামত দেয়া হল-

قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما حم يعنى قضى الله ما هو كائن الى يوم القيامة والكتاب المبين يعنى القران فى ليلة مباركة هى ليلة النصف من شعبان وهى ليلة البرأة-

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু.) বলেন, হা-মীম অর্থাৎ- আল্লাহ্ তা'য়ালা নির্ধারণ করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে, সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ অর্থাৎ- আল কুরআন, লাইলাতুল মুবারাকা অর্থাৎ শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাত তা হল লাইলাতুল বারাআত।"[১]

عن عكرمة الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان انزل الله جبرائيل الى السماء الدنيا فى تلك الليلة حتى املى القران على الكتبة وسماها مباركة لانها كثيرة الخير والبركة لما ينزل فيها من الرحمة ويجاب فيها من الدعوة-

-"হযরত ইকরামা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু.) বলেন, 'লাইলাতুল মুবারাকা' দ্বারা শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতকে বুঝানো হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা হযরত জিবরাঈল (আ.) কে ঐ রাতে প্রথম আবৃত্তি করতে পারেন। এই রাতকে মুবারক নাম রাখার কারণ হলো এতে কল্যাণ, বরকত ও আল্লাহর রহমত নাযিল হয় এবং রাতে দোয়া কবুল হয়।"[২]

মুবারাকা বা বরকতময় বলার কারণ কি এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহ.) বলেছেন,

الليلة المباركة كثيرة خيرها وبركتها على العالمين فيها الخير وان كان بركات جماله تعالى تصل الى كل ذرة من العرش الى الثرى كما فى ليلة القدر-

-"লাইলাতুম মুবারাকা বলা হয় এ রাতে অনেক খায়ের ও বরকত নাযিল হয়। সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্র সৌন্দর্যের বরকত আরশের প্রতি করুণা থেকে ভূতলের গভীরে পৌঁছে যেমনটি শবে কদরের মধ্যে হয়ে থাকে।"[৩]

(৪) আল্লামা ইমাম সুয়ূতি (রহ.) আরও বলছেন,

وَأخرج ابْن زَنْجوَيْه والديلمي عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: تقطع الْآجَال من شعْبَان إِلَى شعْبَان حَتَّى أَن الرجل لينكح ويولد لَهُ وَقد خرج اسْمه فِي الْمَوْتَى -

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এক শাবান থেকে অপর শাবান পর্যন্ত মানুষের হায়াত চূড়ান্ত করা হয়। এমনকি

১ .ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি : তাফসীরে দুররে মানসুর : ৭/৪০১পৃ

২ .তাফসীরে কাশফুল আসরার, ৯/৯৮.পৃ.

৩ আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী : তাফসীরে রুহুল বায়ান : ৮/১০১ পৃ.

একজন মানুষ বিবাহ করে এবং তার সন্তান হয় অথচ তার নাম মৃতের তালিকায় উঠে যায়।"[১]

(৫) আল্লামা ইমাম কুরতুবী (রহ.) তাফসীরে কুরতুবীতে এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন-

ليلة النصف من شعبان ولها اربعة اسماء الليلة المباركة وليلة البرأة وليلة الصك وليلة القدر ووصفها بالبركة لما ينزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب-

-"লাইলাতুম মুবারাকা দ্বারা অর্ধ শা;বান (শবে বরাত) এর রাতকে বুঝানো হয়েছে। এই ১৫ই শাবানের রাত তথা শবে বরাতের চারটি নাম রয়েছে, যেমন. ১. লাইলাতুল মুবারাকা বা বরকত পূর্ণ রাত, ২. লাইলাতুল বারায়াত তথা মুক্তি বা ভাগ্যের রাত. ৩। লাইলাতুল ছক্কি বা ক্ষমা স্বীকৃতি দানের রাত ৪. লাইলাতুল ক্বদর বা ভাগ্য রজনী।"

আর শবে বরাতকে বরকতের সঙ্গে এই জন্য সম্বন্ধ করা হয়েছে যেহেতু আল্লাহ পাক এই শবে বরাতে বান্দাদের প্রতি বরকত, কল্যাণ এবং পূণ্য দানের জন্য দুনিয়ায় কুদরতীভাবে নেমে আসেন অর্থাৎ- খাস রহমত নাযিল করেন। [২]

(৬) ইমাম কুরতুবী (রা.) আরও বলেন,

وقال عكرمة رضى الله تعالى عنه الليلة المباركة ههنا ليلة النصف من شعبان –

-"বিখ্যাত সাহাবী হযরত ইকরামা (রহ.) বলেন, লাইলাতুল মুবারাকা দ্বারা এখানে অর্ধ শাবান (শবে বরাতকেই বুঝানো হয়েছে।"[৩]

(৭) ইমাম কুরতুবী (রহ.) আরও বলেন,

عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما ايضا ان الله تعالى يقضى الاقضية فى ليلة النصف من شعبان ويسلمها الى اربا بها فى ليلة القدر-

-"প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু.) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা অর্ধ শা'বান (শবে বরাতে) এর রাত্রিতে যাবতীয় বিষয়ের ভাগ্য তালিকা প্রস্তুত করেন। আর কদরের রাত্রিতে ঐ ভাগ্য তালিকা বাস্তবায়নকারী ফেরেশতাদের হাতে পেশ করেন।"[৪]

(৮) আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলূসী (রহ.) "তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে" সূরা দুখানের উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন,

ووصف الليلة بالبركة لما ان انزال القران مستتبع للمنافع الدينية والدنوية بأجمعها او لما فيها من تنزل الملائكة والرحمة واجابة الدعوة وفضيلة العبادة او لما فيها من ذلك وتقدير الارزاق وفضل الاقضية لاجال وغيرها واعطاء تمام الشفاعة له عليه السلام وهذا بناء على انها ليلة البرأة فقد روى انه صلى الله عليه وسلم سأل ليلة الثالث عشر من شعبان فى أمته فأعطى الثلث منها ثم سأل ليلة الرابع عشر فأعطى الثلثين ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطى الجميع الا من شرد على الله تعالى شراد البعير-

-"লাইলাতুল মুবারাকা বরকতের রাত হিসেবে এবং দুনিয়াবী বহুবিদ কল্যাণের জন্য নাযিলের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। ঐ রাতে সমস্ত ফেরেশতা অবতরণ করেন এবং রহমত নাযিল হয়, বান্দাদের দোয়া কবুল করা হয়। বান্দাদের রিযিক বন্টন করা হয় এবং সমস্ত কিছুর ভাগ্য সমূহ পৃথক করা হয়। যেমন মৃত্যু এবং অন্যান্য সব বিষয়ের। এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সমস্ত বিষয়ের সুপারিশ কবুল করা হয়। আর এই বরকতের রাতকে বরাতের রাত হিসেবেও নাম করণ করা হয়। যেহেতু এ সম্পর্কে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আখিরী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি শাবান মাসের ১৩ তারিখ রাতে স্বীয় উম্মতের ক্ষমার জন্য **আল্লাহ্ পাকের কাছে প্রার্থনা করেন। অতঃপর অনুরূপভাবে ১৪ই শাবান তথা শবে বরাতেও মহান আল্লাহ্ পাকের কাছে হুযুর পাক** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **স্বীয় উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন,** তখন মহান আল্লাহ পাক শবে বরাতে তার উম্মতের দুই তৃতীয়াংশ উম্মতকে ক্ষমা করেন। অতঃপর অনুরূপভাবে ১৫ই শা'বান তথা শবে বরাতেও মহান আল্লাহ্ পাকের কাছে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তখন মহান আল্লাহ্

১ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী : তাফসীরে দুররে মানসুর : ৭/৪০১ পৃ

২ ইমাম কুরতুবী : তাফসীরে কুরতুবী : ৮/২২৬ পৃ:

৩ ইমাম কুরতুবী : তাফসীরে কুরতবী : ৮/১২৬ পৃ.

৪ ইমাম কুরতুবী: তাফসীরে কুরতুবী : ৯/১৩০ : পৃ:

পাক সেই শবে বরাতে সমস্ত উম্মতগণকে ক্ষমা করে দেন। তবে ওই সমস্ত উম্মত ব্যতীত যারা মহান আল্লাহ পাক এর ব্যাপারে চরম বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে।"[১]

(৯) ইমাম খাযেন (রহ.) রচিত তাফসীরে লুবাবুত তাভীল" এ উক্ত আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ আছে-

(فيها) اى فى الليلة المباركة (يفرق) يفصل (كل امر حكيم) ------ وقال عكرمة رضى الله تعالى عنه هى ليلة النصف من شعبان يقوم فيها امر السنة وتنسخ الاحياء من الاموات فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم احد قال عليه الصلاة السلام تقطع الاجال من شعبان الى شعبان حتى ان الرجل لينكح ويولد له ولقد اخرج اسمه فى الموتى وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان الله يقضى الاقضية فى ليلة النصف من شعبان ويسلمها الى اربابها فى ليلة القدر-

-"ওই মুবারক তথা বরকত পূর্ণ রাত্রিতে অর্থাৎ- শবে বরাতের প্রত্যেক হিকমত পূর্ণ যাবতীয় বিষয় সমূহের ফায়সালা করা হয়। বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত ইকরামা (রহ.) বলেন, লাইলাতুল মুবারাকা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্ধ শা'বান (শবে বরাত) এর রাত। এই শবে বরাতে আগামী এক বৎসরের যাবতীয় বিষয়ের ভাগ্য তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং তালিকা প্রস্তুত করা হয় মৃত ও জীবীতদের। ওই তালিকা থেকে কোন কম বেশি করা হয় না অর্থাৎ- পরিবর্তন হয় না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এক শা'বান তথা ১৫ই শা'বান থেকে পরবর্তী ১৫ই শাবান পর্যন্ত মৃতদের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এমনকি লোকেরা ওই বৎসরে বিবাহ, তার থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সেই বৎসর কে কে মৃত্যু বরণ করবে, তার তালিকাও শবেই বরাতে প্রস্তুত করা হয়। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু.) হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক অর্ধ-শা'বানের রাত তথা শবেই বরাতে যাবতীয় বিষয়ে ফায়সালা করে থাকেন। আর শবে কদরে ওই নির্ধারিত ফায়সালা বাস্তবায়ন করার জন্য বাস্তবায়নকারী ফিরিশতাদের হাতে পেশ করেন।"[২]

১ আল্লামা আলুসী বাগদাদী: তাফসীরে রুহুল মায়ানী : ১৩/১১২ পৃ:

২ ইমাম খাজেন: তাফসীরে লুবাবুত তাভীল : ১৭/৩১০-৩১১পৃ :

হাদীসের আলোকে শবে বরাত

১নং হাদিস ঃ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا

-"হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, **যখন শাবানের চৌদ্দ তারিখ আসবে, সে রাতে তোমরা কিয়াম করবে (নামায ইবাদত বন্দেগীতে কাটাবে) এবং দিনে রোযা রাখবে....।**"[৩]

আহলে হাদিসদের আপত্তির দাঁতভাঙা জবাব ঃ

তাদের আপত্তি হল এ সনদে ইমাম আব্দুর রায্যাকের সম্মাণিত উস্তাদ 'ইবনু আবি সাবরা' কে নিয়ে। অথচ তাঁর সম্পর্কে বিখ্যাত রিজাল শাস্ত্রবিদ ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন,

الفقيه الكبير قاضى العراق أبو بكر ابن عبد الله ابن محمد ابن أبى سبرة الخ

-"তিনি অনেক বড় ফকীহ, ইরাকের কাযি ছিলেন।"[৪]

ইমাম আবু দাউদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন كان مفتى اهل المدينة-"তিনি মদিনা শরীফের মুফতী ছিলেন।"[৫]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এর মত এতবড় একজন ইমাম বললেন, তিনি মদিনা শরীফের মুফতি ছিলেন, আমি বলবো জাল হাদিস বানোয়াটকারী কীভাবে এতবড় ফকীহ হন? ইমাম যাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন, ইমাম আবু ইউসূফ

৩ .ইবনে মাজাহ : আস্-সুনান : ১/৪৪৪ : হাদিস : ১৩৮৮, ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৫/৩৫৪ পৃ.হাদিস : ৩৮২২, ইমাম বায়হাকী : ফাযায়েলুল ওয়াক্ত : হাদিস : ৩৩ (৪) দায়লামী : আল ফিরদাউস : ১/২৫৯ : হাদিস : ১০০৭(৫) ইমাম মুনযির : তারগীব ওয়াত তারহীব : ২/৭৫ : হাদিস : ১৫৫(৬) ইমাম খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ২/২৪৫পৃ. : হাদিস : ১২৩৩, ইমাম কুরতুবী : তাফসীরে কুরতুবী : ১৬/১২৬-১২৭ পৃ.(১৪) ইমাম ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ : হাদিস নং : ১৩৮৮

৪ ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ৪/৪৬১ পৃ. রাবী নং- ১০৫১৭

৫ ক. ইবনে হাজার আসকালানী : তাহযীবুত তাহযীব : ১২/২৭পৃ. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ৪/৪৬১ পৃ. তবে ইমাম বুখারী, ইমাম নাসায়ী আর কেউ কেউ তাকে দুর্বল বলেছেন বলে ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেছেন।

(রহ.) ওফাতের পর তিনি কাযী বা বিচারপতি ছিলেন। ইমাম যাহাবী উল্লেখ করেছেন, তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী আ'রায, হযরত আতা ইবন আবি রিবাহ (রহ.) সহ অনেক তাবেয়ী থেকে হাদিস শুনেছেন এবং তার থেকে ইমাম আব্দুর রায্যাক, ইমাম আবু আছেম (রহ.) সহ এক জামাত হাদিস শাস্ত্রের ইমাম হাদিস শুনেছেন। যাহাবী বলেন, আব্বাস (রহ.) বর্ণনা করেন, আর তিনি ইয়াইয়া ইবন মুঈন থেকে শুনেছেন তিনি বলেছিলেন, লোকেরা তার নিকট হাদিস শ্রবণ করার জন্য গিয়েছিলেন, আর তাদেরকে তিনি বলেছিলেন আমার নিকট সত্তর হাজার হাদিস রয়েছে যা আমি বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম ইবন জুরাইয (রহ.) থেকে যেভাবে অর্জন করেছি সেভাবেও তোমরা আমার থেকে গ্রহন করলে করতে পারো অন্যথায় নয়।"[১]

আহলে হাদিস মুবারকপুরী ও আলবানীর দাবী হল- যে সালেহ ইবন আহমদ বলেছেন-كان يضع الحديث তিনি জাল হাদিস বানাতেন। আমি বলবো যে এটা শুধু একক তার অভিমত যা সকল গ্রহণযোগ্য মুহাদ্দিস এমনকি ইমাম বুখারী, আবু দাউদ, ইবন মুঈন সহ সবার বিপরীত। আর ইবন সালেহ এই সংবাদ তার পিতা থেকে শ্রবণ করেছেন বলে দাবী করেছেন। কিন্তু তার পিতা কে ? তা জানা যায় নি। একটি লক্ষনীয় বিষয় হলো আলবানী হাদিসটি জাল বলেছেন। অথচ আলবানীর দলের অনুসারী আবদুল আযিয বিন বায তার কিতাবে সনদটিকে দ্বঈফ বলেছেন। আলবানীর পূর্বে একজন মুহাদ্দিসও হাদিসটিকে জাল বলেননি। তবে ইমাম কুস্তালানী, সুয়ূতি, যুরকানী, ইরাকী, কিনানী, ইবনে হাযার মক্কী, ইমাম ইবনে আবেদীন শামী সকলেই তাদের স্ব স্ব গ্রন্থে দ্বঈফ বলেছেন; একজনও জাল বলেননি। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) সহিহ সূত্রে হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন।"[২] আমাদের বর্ণনার জন্য এটাই দলিল।

২নং হাদিস ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " خَمْسُ لَيَالٍ لَا تُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءَ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ " -

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, পাঁচ রাত্রির দোয়া আল্লাহ্ ফিরত দেন না। ১. জুমার রাত্র, ২. রজবের প্রথম রাত, ৩. **শা'বানের ১৫ তারিখের রাত্র (শবে বরাত)** ৪-৫ দুই ঈদের রাত্র।"[৩]

৩নং হাদিস ঃ

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادَى مُنَادٍ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ فَلَا يَسْأَلُ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَ إِلَّا زَانِيَةٌ بِفَرْجِهَا أَوْ مُشْرِكٌ " – وقال محققه عدنان عبد الرحمن : اسناده حسن- مكتبة المنارة مكة المكرمة

-"হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান, **শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে প্রথম আকাশে** একজন ঘোষক অবতরণ করে ডাকতে থাকে। কেউ ক্ষমা চাওয়ার আছ কি? চাইলেই ক্ষমা করা হবে। কেউ কিছু চাওয়ার আছ কি? তাকে দেয়া হবে। যা চাওয়া হবে তাই দেয়া হবে শুধু জিনাকারী ও আল্লাহ্ সাথে শরীককারী ব্যক্তি এ সৌভাগ্য লাভ করবে না।"[৪] আল্লামা আদনান (রহ:) হাদিসটিকে "হাসান" বলেছেন।

৪নং হাদিস ঃ

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ قَالَتْ، قَدْ قُلْتُ: وَمَا بِي ذَلِكَ، وَلَكِنِّي

---

১. ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ৪/৪৬১ পৃ. রাবী নং- ১০৫১৭

২. ইমাম ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ :হাদিস নং ১৩৮৮

৩. ক. ইমাম আব্দুর রায্যাক : আল মুসান্নাফ : ৪/৩১৭ পৃ.হাদিস:৭৯২৭, বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৫/২৮৮ পৃ.হাদিস ঃ ৩৪৪০,ও ফাযায়েল ওয়াক্ত : ১/পৃ-৩১১ : হাদিস : ১৪৯, ইমাম বাজ্জার : আল মুসনাদ : হাদিস : ৭৯২৭, সুয়ূতি: জামেউস সগীর : ১/৬১০ : হাদিস : ৮৩৪২,তিনি মুয়ায বিন জাবাল (রা.) এর সূত্রে।

৪ (১) ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৫/৩৬২পৃ. হাদিস : ৩৫৫৫ (২) ইমাম বায়হাকী : ফাযায়েলে ওয়াক্ত : পৃ- ১২৪ : হাদিস : ২৫ মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১২/৩১৪পৃ. হাদিস,৩৫১৭৮, আলবানী, দ্বঈফু জামে, হাদিস,৬৫৩

ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ

-"উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হারিয়ে ফেললাম। অর্থাৎ- মধ্যরাতে তাঁকে আমি বিছনায় দেখতে পেলাম না। এ সময় ঘর ছেড়ে গিয়ে তিনি জান্নাতুল বাকীতে অবস্থান করতে ছিলেন। (এবং এ সময় মুনাজাত রোনাজারীতে মশগুল ছিলেন) আমাকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন তুমি কি এ ভয় করছ যে, আল্লাহ্ ও রাসূল তোমার প্রতি জুলুম করেছেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি ধারণা করেছি আপনি আপনার পবিত্র বিবিদের থেকে কারো গৃহে অবস্থান করছেন। তখন তিনি বলেন, **আল্লাহ্ তা'য়ালা অর্ধ শা'বান (শবে বরাত) এর রজনীতে দুনিয়ার আসমানে** নেমে আসেন (রহমত নেমে আসে) এরপর বনী কালবের বকরির পশমের সংখ্যার চেয়েও অধিক বান্দাকে ক্ষমা করেন।"[১]

সনদ পর্যালোচনা ঃ

আল্লামা ইমাম মুনযিরী (রহ.) "তারগীব" গ্রন্থে এবং আহলে হাদিসের অন্যতম আলেম মোবারকপুরী উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন,

اخرجه البزار و البيهقى با سناد لا بأس به كذا فى الترغيب و الترهيب للمنذرى في باب الترهيب من الهاجر– تحفة الاحوذي, باب: ما جاء النصف من الشعبان:৩/৪৪০ –الرقم: ৭৩৬

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম বায্যার (রহ.) ও ইমাম বায়হাকী (রহ.) বর্ণনা করেছেন। উক্ত সনদটি لا بأس به অর্থাৎ- উক্ত হাদীসের সনদে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপ বলেছেন ইমাম মুনযিরা (রহ.) স্বীয় 'তারগীব ওয়াত তারহীব' গ্রন্থে।"[২]

অপরদিকে ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদিসটি বর্ণনার পর বলেন,

و قال ابو عيسى الترمذى: و في الباب عن ابى بكر الصديق-

-"ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, এ পরিচ্ছেদে (এ বিষয়ে) হযরত আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু.) হতে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।"[৩]

হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা.) এর উক্ত হাদিস প্রসঙ্গে মোবারকপুরী আরো বলেন,

رواه البيهقى و قال: هذا مرسل جيد

-"উক্ত হাদিসটি ইমাম বায়হাকী (রহ.)ও একটি সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন, উক্ত হাদিসটি মুরসাল, তবে শক্তিশালী সনদ।"[৪] আল্লামা ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (রহ.) বলেন, هذا حديث حسن- "উক্ত হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে হাসান পর্যায়ের।"[৫]

পরিশেষে বলতে চাই, যেহেতু উক্ত হাদিসটি হক্কানী মুহাদ্দিসগণ গ্রহণযোগ্য বলেছেন, সেহেতু আহলে হাদিস আলবানীর দ্বঈফ বালার কোন ভিত্তি নেই।

৫নং হাদিস ঃ

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ، أَوْ مُشَاحِنٍ-

-"হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা **শাবান মাসের ১৫ তারিখ অর্থাৎ (শবে বরাত) এর রাতে সমস্ত** মাখলুকাতের দিকে রহমতের নজরে তাকান। সমস্ত মাখলুকাতকে আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিবেন। তবে মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত।"[৬]

---

১ (১) ইমাম তিরমিযী : আস সুনান : ৩/১১৫ পৃ. হাদিস : ৭৩৯ (২) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ : ১৮/১১৪ : হাদিস : ২৫৮৯৬ (৩) ইমাম আবি শায়বাহ : আল-মুসান্নাফ : ১০/৪৩৮ : হাদিস : ৯৯০৭(৪) ইমাম ইবনে মাজাহ : আস-সুনান :১/৪৪৪ পৃ. হাদিস : ১৩৮৯ (৫) ইমাম বগভী : শরহে সুন্নাহ : ৪/১২৬ : হাদিস : ৯৯২ (৬) ইমাম ইবনে মুনযিরী : আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব : ৪/২৪০ : হাদিস : ২৪ (৭) ইমাম ইবনে ইসহাক রাহবিয়্যাহ : আল মুসনাদ : ২/৩২৬ : হাদিস : ৮৫০ও ৩/৯৭৯পৃ. হাদিস,১৭০০ (৮) শায়খ খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ২/২৫৩ পৃ: হাদিস : ১২৯৯ (৯) ইমাম বায়হাকী : ফাযায়েলুল ওয়াক্ত, ১/১৩০পৃ.হাদিস ঃ ২৮, আলবানী : দ্বঈফু মিশকাত : হাদিস : ১২৯৯, দ্বঈফু জামে, হাদিস,৬৫৪, তিনি বলেন সনদটি দ্বঈফ।

২ .ক.মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী,৩/৪৪০পৃ.হাদিস,৭৩৬, ইমাম মুনযিরী, আত্-তারগীব ওয়াত তারহীব,৪/২৪০পৃ.

৩ .ক.তিরিমিযী, আস্-সুনান,৩/১১৫পৃ. হাদিস,৭৩৯, মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩/৪৪০পৃ. হাদিস,৭৩৬

৪ ক.মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩/৪৪০পৃ. হাদিস ঃ ৭৩৬ ৫সুয়ূতি,আল-জামেউস সগীর,১/১৪৬পৃ.হাদিস,১৯৪২

৬ (১) ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৫/৩৬০পৃ.: হাদিস : ৩৫৫২ এবং ৬৬২৮ (২) ইমাম আবু নুঈম : হুলিয়াতুল আউলিয়া

সনদ পর্যালোচনা ঃ

আল্লামা নুরুদ্দীন ইবনে হাযার হাইসামী (রহ.) উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন :

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ. -

-''উক্ত হাদিসটি ইমাম তাবরানী ''মু'জামুল কবীর'' ও ''মু'জামুল আওসাত'' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন উক্ত হাদিসটির সমস্ত রাবী সিকাহ বা বিশুদ্ধ।''[১]

মুয়ায বিন জাবাল (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু.) এর উক্ত হাদিস সম্পর্কে ইমাম মুনযির এবং আহলে হাদীসের অন্যতম আলেম মোবারকপুরী বলেন,

و قال منذرى و الترغيب بعد ذكره : رواه الطبرانى في الاوسط و ابن حبان في صحيحه و البيهقي باسناد لا بأس به- .....

-''ইমাম মুনযির (রহ.) তার তারগীব গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখের পর বলেন, ইমাম তাবরানী তার মু'জামুল আওসাতে, ইমাম ইবনে হিব্বান তার আস সহিহ গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাকী (রহ.) স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেন। উক্ত হাদিসটির সনদ لا بأس به অর্থাৎ- সনদে কোন অসুবিধা নেই।''[২]

৬ নং হাদিস ঃ

عَنْ أَبِي بَكْرٍ - يَعْنِي الصِّدِّيقَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُشْرِكٍ، أَوْ مُشَاحِنٍ لِأَخِيهِ-

-''হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন **১৫ই শা'বান রাত (শবে বরাত) তখন আল্লাহ্** পৃথিবীর আকাশে রহমতের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং সকল শ্রেণীর বান্দাদের ক্ষমা করেন, একমাত্র মুশরিক ও মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীকে ছাড়া।''[৩]

সনদ পর্যালোচনা ঃ

আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী (রা.) উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন,

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَلَمْ يُضَعِّفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

-''উক্ত হাদিসটি ইমাম বায্যার বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবি হাতেম (রহ.) ''আল জরাহ ওয়াত তা'দিল'' গ্রন্থে উক্ত হাদীসে আব্দুল মালিক সম্পর্কে বলেন, উক্ত রাবীও দুর্বল নয় এবং বাকী সব বর্ণনাকারীও সিকাহ বা বিশুদ্ধ।''[৪]

উক্ত হাদীসে একজন রাবী দূর্বল ধরে নেয়া হলেও হাদিসটি ''হাসান'', অপরদিকে উক্ত রাবী দুর্বল নয়, যা ইমাম আবু হাতেম রায় দিয়েছেন। আর ইমাম হাইসামী (রহ.) তা গ্রহণ করেছেন।

হযরত আবু বকর (রা.) এর বর্ণিত হাদিস প্রসঙ্গে আহলে হাদীসের অন্যতম আলেম মোবারকপুরী ইমাম মুনযিরের রায়কে এভাবে বর্ণনা করেন-

رواه البزار و البيهقي من حديث ابي بكر صديق رضي الله عنه بأسناد لا بأس به-

-''ইমাম বায্যার (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু.) ইমাম বায়হাকী (রহ.) হযরত আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু.) হতে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসের সনদটি لا بأس به -''উক্ত হাদীসের সনদে কোন

: ৪/২২২পৃ, (৩) ইমাম ইবনে মুনযিরী : তারগীব ওয়াত্তারহীব : ২/২২ হাদিস : ১৫১৭, দারুল ইবনে হায়সামী, মিশর,(৪) ইমাম তাবরানী : মুজামুল কবীর : ১/১৪২ পৃ.: হাদিস : ২১৫(৫) ইমাম ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ : ১২/৪৮১ পৃ. : হাদিস : ৫৬৬৫(৬) ইমাম বায়হাকী : ফাযায়েলে ওয়াক্ত, ১/১১৮পৃ. হাদিস :২২ (৭) ইমাম তাবরানী : মু'জামুল আওসাত : ৭/৩৬পৃ. হাদিস : ৬৭৭৬ তিনি বলেন হাদিসটি হাসান, সহীহ (৯) ইবনে আছিম, আস্-সুন্নাহ,১/২২৪পৃ. হাদিস,৫১২ তাবরানী, মু'জামুল কাবীর,২০/১০৮পৃ.হাদিস,২১৫ (১২-১৩) ও মুসনাদিস্-শামীন, ১/১২৮পৃ.হাদিস,২০৩ও ৪/৩৬৫পৃ. হাদিস,৩৫৭০ (১৪) আবু নুঈম ইস্পাহানী, হুলিয়াতুল আউলিয়া, ৫/১৯১পৃ. (১৫) বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৯/২৪পৃ. হাদিস,৬২০৪ (২২) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৩/৪৬৮পৃ. হাদিস,৭৪৬৪ (২৫) আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুল সহিহাহ, ৩/১৩৫পৃ. হাদিস,১১৪৪,তিনি বলেন সনদটি সহিহ।

১ আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/৬৫ পৃ:

২ মোবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াজী : ৩/৪৪১ পৃ. হাদিস : ৭৩৬

৩ (১) ইমাম বায্যার : আল মুসনাদ : ১/২০৬পৃ : হাদিস : ১০৩ এবং ১/১৫৭পৃ. হাদিস,৮০, ইমাম ইবনে মুনযিরী : আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ৪/২৩৮৭ পৃ., ইমাম ইবনে আদি : আল-কামিল : ৫/১৯৪৬ পৃ.(৪) ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৩/৩৮০ : হাদিস : ৩৮২৭, ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/৬৫ পৃ: হাদিস ঃ ১২৯৫৬, হাইসামী, কাশফুল আশতার, ২/৪৩৫পৃ. হাদিস,২০৪৪ (৭) সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস, ৩/৪৮৬পৃ. হাদিস,২৬২৫

৪ ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়ায়েদ : ৮/৬৫ পৃ

অসুবিধা নেই।"[১] অতএব বুঝা গেল হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ।

৭নং হাদিস ঃ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِاثْنَيْنِ: مُشَاحِنٍ، وَقَاتِلِ نَفْسٍ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, **শা'বানের মধ্য রজনীতে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির প্রতি বিশেষ** করুনার দৃষ্টি প্রদান করেন এবং তাঁর সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন, কিন্তু দুই শ্রেণীর মানুষ ব্যতীত। বিদ্বেষ পোষণকারী ও আত্ম হত্যাকারী।"[২]

সনদ পর্যালোচনা ঃ

উক্ত হাদিস সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাযার হাইসামী বলেন :

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ وُثِّقُوا.-(مجمع الزوائد:٨/٦٥)

-"উক্ত হাদিসটি আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, উক্ত হাদীসে একজন রাবী "ইবনে লাহিয়া" তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে লীন তথা নরম প্রকৃতির, উক্ত হাদীসের বাকী সকল রাবী মজবুত বা শক্তিশালী।"

হাইসামী উক্ত রাবী সম্পর্কে অন্য স্থানে আরো বলেন,

رواه ابن لهيعه وفيه ضعف وهو حسن الحديث (مجمع الزوائد:٨/١٠٢)

-"বর্ণনাকারী ইবনে লাহিয়া কিছুটা দুর্বল হলেও তার বর্ণিত উক্ত হাদিসটি "হাসান" পর্যায়ের।"[৩]

ইবনে হাযার হাইসামী (রা.) তার সম্পর্কে অন্য স্থানে আরো বলেন,

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ ابْنِ لَهِيعَةَ وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ

-"উক্ত হাদিসটি মুহাদ্দীস ইমাম আহমদ (রহ.) বর্ণনা করেছেন ..... উক্ত হাদীসের সমস্ত রাবী (বুখারী, মুসলিমের ন্যায়) সিকাহ বা বিশ্বস্ত, হ্যাঁ তবে 'ইবনে লাহিআহ' ছাড়া। তার উক্ত হাদিসটি 'হাসান' পর্যায়ের।"[৪]

ইবনে হাযার হাইসামী অন্য স্থানে তার ব্যাপারে বলেন,

و فيه ابن لهيعة و قد احتج به غير واحد-

-"উক্ত হাদীসে ইবনে লাহিয়া'আ রাবী রয়েছেন। আর তাঁর থেকে অনেক মুহাদ্দীস দলীল গ্রহণ করেছেন।"[৫]

উক্ত রাবী সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে সালেহ (রহ.) বলেন,

ابن لهيعة ثقة و ما روى من الاحادي فيها تخليط يطرح ذلك التخليط-

-"বর্ণনাকারী ইবনে লাহি'আহ সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী। তবে তার থেকে বর্ণিত হাদিসগুলো সংমিশ্রিত আছে (অর্থাৎ- সহিহ, হাসান, দ্বঈফ সব মিলিয়েই রয়েছে)।"[৬]

ইমাম ইবনে ওয়াহাব (রহ.) বলেন,

حدثني و الله الصادق البار عبد الله ابن لهيعة-

-'আল্লাহর কসম আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনে লাহিয়া হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্যবাদী এবং সৎ ব্যক্তি।"[৭]

শুধু তাই নয় বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে হিব্বান (রহ.) বলেন, و كان صالحا অর্থাৎ- তিনি ছিলেন হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সৎ বা নেককার লোক।[৮]

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম আবু দাউদ বলেন,

سمعت احمد يقول: ما كان محدث مصر الا ابن لهيعة –

---

১ মোবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াজী : ৩/৪৪১ পৃ. হাদিস : ৭৩৬

২ (১) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল : আল-মুসনাদ : ৮/৬৫পৃ. হাদিস :১২৯৬১ (২) ইমাম ইবনে মুনযিরী : আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ৪/২৩৯(৩) খতীব তিবরীজী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ২/২৫৫ পৃ. হাদিস : ১৩০৭(৪) ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/৬৫ পৃষ্ঠা, হাদিস,১২৯৬১ (৫) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ৩/৪৬৭পৃ. হাদিস,৭৪৬৫

৩ ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/১০২ পৃ. এবং ১০/১৭০ পৃ.

৪ আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৬/২৯৫ পৃ. হাদিস ঃ ১০৭৬২, মাকতুবাতুল কুদসী, কাহেরা, মিশর।

৫ আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ১/১৬ পৃ.

৬ ইবনে হাজার আসকালানী : তাহযীবুত তাহযীব : ৫/৩৩১ পৃ.

৭ ক.ইমাম যাহাবী,মিযানুল ই'তিদাল,২/৩৬৮পৃ.ক্রমিক.৪৯০৭ খ.ইবনে হাজার আসকালানী, তাহযীবুত-তাহযীব,৫/৩২৯পৃ.

৮ ক.ইমাম যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল,২/৩৬৮পৃ. ক্রমিক.৪৯০৭

-''আমি ইমাম আহমদকে বলতে শুনেছি, মিশরের মধ্যে ইবনে লাহিয়ার মত মুহাদ্দিস ছিল না।''

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) তার প্রশ্নের উত্তরে আরো বলেন,

سمعت ابا عبد الله يقول: ما حديث ابن لهيعة بحجة و انى لا اكتب كثيرا مما اكتب العتبر به و يقوى بعضه بعضا-

-''আমি আবু আব্দুল্লাহ (রহ.)-কে বলতে শুনেছি, তার হাদিস হুজ্জাত নয় আর আমি তার অধিকাংশ হাদিস লিপিবদ্ধ করিনি। শুধু ঐ গুলোই লিপিবদ্ধ করেছি যেগুলো তার অপর আরেক বর্ণনা দ্বারা শক্তিশালী করেছে।''[১]

শুধু তাই নয়, ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ.) বলেন,

كان عند ابن لهيعة الاصول و عندنا الفروع-

-''ইবনে লাহিয়া এর নিকট ছিল اصول বা হাদীসের মূল ভিত্তি (কারণ তিনি ছিলেন মিশরের কাযি বা বিচারপতি), আর আমাদের নিকট হল তাঁর শাখা-প্রশাখা।''[২]

এমনকি আহলে হাদীসের অন্যতম গুরু নাসিরুদ্দিন আলবানী তার "সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহাহ" গ্রন্থের ৩/১৩৬ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসকে "হাসান" বলেছেন।

৮নং হাদিস ঃ

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ-

-'হযরত আবু মুসা আল আশআরী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, **নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা শা'বানের ১৫ তারিখ রাতে সমস্ত সৃষ্টির দিকে** রহমতের দৃষ্টিতে তাকান এবং তাদের ক্ষমা করেন, হ্যাঁ তবে মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত।''[৩]

সনদ পর্যালোচনা ঃ

আহলে হাদীসের অন্যতম আলেম মোবারকপুরী ইমাম মুনযিরের সূত্রে উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন,

رواه ابن ماجه من حديث ابي موسى الاشعرى باسناد لا بأس به

-''ইমাম মুনযির বলেন, উক্ত হাদিসটি ইমাম ইবনে মাযাহ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসের সনদটি لا بأس به অর্থাৎ- তার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই।''[৪]

অপরদিকে ইবনে মাযাহ আরেকটি সূত্র আছে বলে উল্লেখ করেছেন।

৯নং হাদিস ঃ

وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى عِبَادِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْهِلُ الْكَافِرِينَ، وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ لِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ-

-''হযরত আবু ছালাবাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী (দ.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের **প্রতি শা'বানের মধ্য রজনীতে (শবে বরাত)** করুণা ভরা হৃদয়ে ক্ষমার দৃষ্টিতে তাকান, ফলে মুমিনদের ক্ষমা করে দেন এবং কাফিরদেরকে ঈমান আনার সুযোগ দেন, আর হিংসুকদেরকে তাদের হিংসার মাঝে ছেড়ে দেন, যতক্ষণ না তারা তাদের হিংসা বিদ্বেষ ত্যাগ করে।''[৫]

---

১ ক.ইমাম যাহাবী,মিযানুল ই'তিদাল,২/৩৬৮পৃ. ক্রমিক.৪৯০৭

২ ক.ইমাম যাহাবী,মিযানুল ই'তিদাল,২/৩৬৮পৃ. ক্রমিক.৪৯০৭

৩ (১) ইমাম ইবনে মাজাহ : ১/৪৪৫ পৃ. হাদিস,১৩৯০, বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৩/৩৮২পৃ. (৪) ইমাম বায়হাকী : ফাযায়েলে ওয়াক্ত : ১/১৩২পৃ.হাদিস,২৯ (৫) খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ১/৪০৯পৃ. : হাদিস :১৩০৬ ইবনে মুনযিরী, আত্-তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/২৪০পৃ. (৮-৯) মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১২/৩১৫পৃ. হাদিস,৩৫১৮২ ও ১২/৩১৩পৃ. হাদিস,৩৫১৭৪, ইবনে কাসির, জামিউল মাসানীদ ওয়াল সুনান, ১০/২৮২পৃ.হাদিস,১৩০৭৬, ইবনে হাজার হাইসামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ৮/৬৫পৃ. হাদিস,১২৯৬০ মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১২/৩১৩পৃ. হাদিস,৩৫১৭১, সুয়ূতি, জামেউস সগীর, ১/২৭০০পৃ. হাদিস,২৭০০, আলবানী, সহিহুল জা'মে, হাদিস,১৮১৯, ও ৭৭১,১৮৯৮ তিনি বলেন সনদটি 'হাসান', সিলসিলাতুল আহাদিসুল সহিহা,হাদিস,১১৪৪

৪ ক. মোবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াজী : ৩/৪৪১ পৃ. ইমাম ইবনে মুনযিরী : আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ৪/২৪০ পৃ.

৫ (১) ইমাম বায়হাকী : সুনানে সগীর : ২/১২২পৃ. : হাদিস : ১৪২৬ (২) ইমাম মুনযিরী : আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ৪/২৪০ : হাদিস : ২২ (৩) ইমাম বায়হাকী : ফাযায়েলে ওয়াক্ত : ১/পৃ- ১২০ : হাদিস : ২৩ (৪) ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৫/৩৫৯পৃ. হাদিস ঃ ৩০৫৫১ (৫) ইমাম তাবরানী : মু'জামুল কবীর, (৬) ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/৬৫ পৃষ্ঠা, হাদিস ঃ ১২৯৬২ (৭) আবি আছিম, আস্-সুন্নাহ, ১/২২৩পৃ. হাদিস ঃ ৫১১, (৯) মুত্তাকী হিন্দী,

সনদ পর্যালোচনা ঃ উক্ত হাদিস সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাযার হাইসামী (রহ.) বলেন,

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.-

-''ইমাম তাবরানী (রহ.) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, উক্ত সনদে ''আহওয়াছ ইবনে হাকীম'' তিনি দুর্বল রাবী বাকী সব রাবী সিকাহ বা বিশ্বস্ত।''[১]

উক্ত হাদীসে একজন রাবী দুর্বল হওয়াতে হাদিসটি দুর্বল হতে পারে না। বরং অন্যান্য ইমামগণ তাকে সিকাহ বলেছেন।

আহলে হাদীসের অন্যতম আলেম মোবারকপুরী ইমাম মুনযিরের বক্তব্যকে এভাবে উল্লেখ করেন-

ايضا عن مكحول عن ابي ثعلبة رضي الله عنه ..... قال البيهقي: و هو ايضا بين مكحول و ابي ثعلبة مرسل جيد-

-''বর্ণনায় এসেছে হযরত মেকহুলী হযরত সা'আলাবাহ (রহ.) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী (রহ.) উক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন, উক্ত সনদ মুরসাল, তবে সনদটি শক্তিশালী।''[২]

১০নং হাদিস ঃ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، يَغْفِرُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ-

-''হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, আঁকা (আ.) ইরশাদ ফরমান, যখন **শাবানের ১৫ই তারিখের রাত আগমন করে** তখন আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদার বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন, শুধু মুশরিক (আল্লাহর সাথে শরীককারী) ও হিংসুক ব্যতীত।''[৩]

সনদ পর্যালোচনা ঃ আল্লামা হাইসামী উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন-

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.-

-''উক্ত হাদিসটি ইমাম বায্যার (রহ.) 'মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, তার বর্ণনাকারীদের একজন ''হিশাম ইবনে আব্দুর রহমান'' তার সম্পর্কে আমি পরিচিত বা অবগত নই, বাকী সব রাবী মজবুত ও সিকাহ বা বিশ্বস্ত। অতএব একজনের জন্য হাদিস যঈফ হবে না; বরং ''হাসান''।''

১১ নং হাদিস ঃ

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطَّلِعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ كُلِّهِمْ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ، أَوْ مُشَاحِنٍ -

-''হযরত আওফ বিন মালেক আশজারী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ **তাবারাকা ও তায়ালা ১৫ই শা'বানের রাত্রে (শবে বরাত)** সকল ঈমানদার বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তবে মুশরিক এবং হিংসুক ব্যতীত সবাইকে।''[৪]

সনদ পর্যালোচনা ঃ আল্লামা হাইসামী উক্ত হাদিসটি সংকলন করে বলেন-

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَضَعَّفَهُ جُمْهُورُ الْأَئِمَّةِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ لَيِّنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.-

-''উক্ত হাদিসটি ইমাম বায্যার তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, উক্ত সনদে ''আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনআম'' ইমাম আহমদ বিন সালেহ এর মত তিনি সিকাহ আবার কিছু মুহাদ্দিসের কাছে তিনি

কানযুল উম্মাল, ৩/৪৬৪পৃ. হাদিস,৭৪৫১ (১০) ও ১২/৩১৫পৃ. হাদিস,৩৫১৮৩, (১১) সুয়ূতি, জামেউস সগীর, ১/৭৭৩পৃ, হাদিস,৭৭৩ (১২) ও তাঁর জামিউল আহাদিস, ৩/৪৮৩পৃ. হাদিস,২৬২০ ও ৮/২৭২পৃ. হাদিস,৭২৮৩ (১৩) ইবনে কূনী, আল-মুসনাদ,১/১৬০পৃ. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদিসুস্-সহিহাহ, ৪/৮৬পৃ. হাদিস,১৫৬৩, তিনি বলেন সনদটি 'হাসান'।

১ নুরুদ্দীন ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ : ৮/৬৫ পৃ.

২ ক. মোবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াজী : ৩/৪৪২ পৃ. হাদিস : ৭৩৬, ইমাম মুনযির : আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ৪/২৪০ পৃ.

৩ .বায্যার : আল মুসনাদ : ১৬/১৬১পৃ. : হাদিস : ৯২৬৮, ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদিস, ৮/৬৫পৃ. হাদিস,১২৯৫৮, সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস, ৩/৪৮৪পৃ. হাদিস,২৬২৩, খতিবে বাগদাদ, তারীখে বাগদাদ, ১৪/২৮৫পৃ., ইবনে যওজী, আল-ইল্লুলুল মুতনাহিয়্যাহ, ২/৫৬০পৃ. হাদিস,৯২১, ইমাম তবারী, শরহে উসূলুল আকায়েদ, ৩/৪৯৫পৃ. হাদিস,৭৬৩, হাইসামী, কাশফুল আশতার, ২/৪৩৬পৃ. হাদিস ঃ ২০৪৬

৪ .ইমাম বায্যার : আল-মুসনাদ :৭/১৮৬পৃ.হাদিস,২৭৫৪ (২) ইবনে হাজার হায়সামী, মাযমাউয যাওয়াইদ, ৮/৬৫পৃ. (৩) খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : হাদিস : ১৩০৬ : কিয়ামে রামাদ্বান (৪) ইবনে কাসীর, জামিউল মাসানীদ ওয়াল সুনান, ৬/৬৯১পৃ. হাদিস,৮৫৩৯

দুর্বল রাবী এবং ইবনে লাহিয়া হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে নরম প্রকৃতির।''[১]

একজন রাবী দ্বঈফ হওয়াতে হাদিসটির সম্পূর্ণ সনদটি দুর্বল হবে না বরং "হাসান" হবে যা আমি আমার লিখিত গ্রন্থ *'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন''* এর ১ম খ-ের শুরুতে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছি। অপরদিকে উক্ত রাবী দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আর ইবনে লাহিয়াহ এর ব্যাপারে ৭নং হাদীসে আলোচনা হয়েছে।

১২ নং হাদিস ঃ

ইমাম আবদুর রায্যাক ওফাত.২১১হি.একটি হাদিস সংকলন করেন এভাবে-

(১২)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ أَنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى الْعِبَادِ، فَيَغْفِرُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا رَجُلًا مُشْرِكًا أَوْ مُشَاحِنًا-

-''হযরত কাসীর ইবনে হাদ্বরামী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (দ.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা **শাবানের ১৫ই তারিখ রাতে ঈমানদার বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন,** তবে হ্যা দুই ধরনের ব্যক্তি ছাড়া, তারা হল মুশরিক ও হিংসুক।''[২]

সনদ পর্যালোচনা ঃ উক্ত হাদীসের সনদ প্রসঙ্গে আহলে হাদীসের মুহাদ্দিস মোবারকপুরী এবং ইমাম মুনযির বলেন-

قال منذرى: رواه البيهقي و قال هذا مرسل جيد

-''ইমাম মুনযির বলেন, উক্ত হাদিসটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। আর বলেছেন, উক্ত হাদিসটি মুরসাল, তবে সনদ শক্তিশালী।''[৩] এ হাদিসটির ইমাম আবদুর রাজ্জাকের সূত্রটি খুবই সংক্ষিপ্ত;অনেক শক্তিশালী। তিনি এ হাদিসটির আরেকটি সনদ সংকলন করেন এভাবে

عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ

-''আমি আমার শায়খ মুসান্না বিন ছুব্বাহ (রহ.) থেকে শুনেছি তিনি কায়েস বিন সা'দ থেকে তিনি তাবেয়ী মিকহুল থেকে তিনি হযরত কাসীর বিন মুররাহ উপরের মুহাম্মদ বিন রাশেদেও সনদ ও মতনের ন্যায় হাদিস সংকলন করেন।''[৪] এ সনদটিও অনেক শক্তিশালী।

১৩ নং হাদিস ঃ

عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسخ فى النصف من شعبان الاجال ، حتى ان الرجل ليخرج المسافرا، وقد نسخ من من الاحياء الى الأموات ، ويتزوج وقد نسخ من الاحياء الى الأموات-

-''হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, **শা'বানের মধ্য রজনীতে আয়ু নির্ধারণ করা হয়।** ফলে দেখা যায় কেউ সফরে বের হয়েছে অথচ তার নাম মৃতদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, আবার কেউ বিয়ে করছে অথচ তার নাম জীবিতের খাতা থেকে মৃত্যুর খাতায় লিখা হয়ে গেছে।''[৫]

আমি ইতিপূর্বে ৭নং হাদীসে রাবী ''ইবনে লাহিয়াহ' সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেছি যে তিনি সিকাহ বা বিশ্বস্ত ছিলেন। তাছাড়া মোবারকপুরী বলেন,

قال منذرى: رواه احمد باسناد لين-

-''ইমাম মুনযিরী (রহ.) বলেন, ইমাম আহমদ উক্ত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেন, উক্ত হাদীসের সনদটি ইবনে লাহিয়ার কারণে লীন বা নরম প্রকৃতির।''[৬]

---

১ .হায়সামী : মাযমাউয যাওয়ায়িদ : ৮/৬৫ পৃ:

২ .ইবনে আবী শায়বাহ : আল মুসান্নাফ : ৬/১০৮পৃ.হাদিস :২৯৮৫৯, ইমাম আব্দুর রাজ্জাক : আল মুসান্নাফ : ৪/৩১৭ : হাদিস : ৭৯২৩, বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৫/৩৫৯পৃ. হাদিস : ৩৫৫০, ইমাম মুনযিরী : তারগীব ওয়াত তারহীব : ৪/২৪০পৃ. : হাদিস : ২১ (৫) সুয়ূতি : জামেউল আহাদিস : ৬/২৮৮ : হাদিস : ১৪৯০১, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১২/৩১৩পৃ. হাদিস ঃ ৩৫১৭৫, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৮১পৃ. হাদিস ঃ ৩৮৩১, তিনি বলেন সনদটি মুরসাল হলেও শক্তিশালী (১০) আলবানী, সহিহুল জামে, হাদিস,৪২৬৮,

৩ ক. ইমাম বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান : ৩/৩৮১ পৃ. হাদিস : ৩৮৩১, মোবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াজী : ৩/৪৪১ পৃ. হাদিস : ৭৩৬, ইমাম মুনযির : আত-তারগীব ওয়াত তারহীব : ৪/২৪০ পৃ.

৪ ক.ইমাম আব্দুর রাজ্জাক : আল মুসান্নাফ : ৪/৩১৭ : হাদিস : ৭৯২৪

৫ ইমাম বায্যার : আল মুসনাদ :৩ পৃ- ১৫৮, হাদিস : ৭৯২৫, সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস, ৪১/৬৯পৃ. হাদিস,৪৪৩১৪, ইবনে রাহবিয়্যাহ, মুসনাদ, ৩/৯৮১পৃ. হাদিস,১৭০২, তবারী, শরহে উসূলুল আকায়েদ, ৩/৪৯৯পৃ. হাদিস,৭৬৯

৬ ক.মোবারকপুরী : তুহফাতুল আহওয়াজী : ৩/৪৪১ পৃ. হাদিস : ৭৩৬

মাহে শা'বান ও মহান শবে-বরাত

*মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী

পরম করুনাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতির কল্যাণের জন্যে আসমান ও জমীনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সময়ের গতি নির্ধারণের জন্যে সৃষ্টি করেছেন দিবা ও রাত্রি। এ বিচিত্র সময় প্রবাহের মধ্যে এমন কতিপয় বিশেষ দিন ও মূহুর্তের আগমণ ঘটে সেগুলোর মধ্যে অতি মর্যাদা পুর্ণ পবিত্র রজব ও রমজান মাসদ্বয়ের মধ্যবতী মাহে শা'বান । শা'বান আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ শাখা প্রশাখা ছড়ান বা বিস্তৃতি লাভ করা। এ মাসে আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত বা করুণার দ্বার খুলে দেয়া হয় তার গুনাহগার পাপী বান্দাদের জন্যে তিনি উম্মুক্ত থাকেন। তাই এ পবিত্র রজনী মুসলিম জাহানে মুক্তির বার্তা বয়ে আনে। শবে বরাতের মধ্যে "শব" ফারসী শব্দ। অর্থ হল রাত্রি। আর বরাআত অর্থ হল মুক্তি । সুতরাং শবে বরাত অর্থই হলো মুক্তির রাত্রি।

চন্দ্র মাসের শা'বান এর চৌদ্দ তারিখ দিবা গত রাত্রিটি মুমিন ব্যক্তিদের জন্যে অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত। এ রাত্রের ফজিলত ও বরকত অপরিসীম। এ রাতের বিস্তৃত ফজীলতের উপর একটি কাহিনী উপস্থাপন করছি।

হযরত ঈসা (আ.) পথিমধ্যেই দেখতে পেলেন এক বিরাট সাদা গোলাকার পাথর। তা দর্শনে হযরত ঈসা (আ.) ভাবতে লাগলেন। ঠিক সে মুহুর্তে অদৃশ্য আওয়াজ আসলো হে ঈসা! তুমি তোমার লাঠি দ্বারা এ পাথরের উপর আঘাত কর। অতঃপর তিনি তাই করলেন। ফলে দেখলেন তিনি, পাথরখানা দ্বিখি-ত হয়ে গেল, আর এরই মাঝে এক বৃদ্ধ লোক তাসবিহ্ হাতে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন। আরও দেখলেন, তার সম্মুখে একটি আনার ফল এ অবস্থা অবলোকণ পূর্বক হযরত ঈসা (আ.) বৃদ্ধ লোকটির নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, হে মান্যবর! আপনি কে এবং কতদিন যাবৎ এখানে অবস্থান করছেন? আপনার সামনে এ আনার ফলটি কোথা হতে এল বা কে দিয়েছে? তখন বৃদ্ধ লোকটি বললেন আমি এতদ্দেশীয় একজন লোক ছিলাম। আমার আম্মাজানের দোয়ায় আল্লাহপাক আমাকে এ বুজর্গী দান করেছেন। অতএব আমি এক দুই বছর নয়, বিগত চারশত বছর কাল যাবৎ এ পাথরের মধ্যে বসে মহান আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল রয়েছি এবং প্রতিদিন আমার আহারের জন্য রাব্বুল আলামীন জান্নাত হতে এক একটি ফল প্রেরণ করেন। তখন রহমানুর রাহিম আল্লাহ্ পাক বলেন হে ঈসা! যেন রাখ- আখেরী জামানার নবী নূরে মুজাস্সাম রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'র উম্মতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি শা'বান চাঁদের ১৫ তারিখ রজনীতে সারা রাত জেগে আমার ইবাদাতে মশগুল থাকবে ও রোজা রাখবে, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি আমার নিকট ঐ বৃদ্ধ বুজর্গ ব্যক্তির চেয়েও সম্মানিত হবে এবং অধিক প্রিয় হবে। তখন হযরত ঈসা (আ.) বললেন হে রাহমানুর রাহিম আমাকে শেষ জামানার নবীর উম্মত করতেন তাহলে কতই না সৌভাগ্য হত আমার।[১] (এ দোয়া অবশ্যই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে)। উপরোক্ত কাহিনী হতে প্রতিয়মান হয় যে, শবে বরাত এর রাতে আমাদের জন্য কতই মূল্যবান ও মহিমান্বিত।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আমি শুনেছি হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে মানব সকল, তোমরা শা'বানের ১৫ তারিখ রাত্রে জাগ্রত থেকে ইবাদাত করবে। কেননা উহা অতি পবিত্র রাত। আল্লাহ্ পাক ঐ রাতে সকল মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন তোমাদের মধ্যে কেহ প্রার্থনা কারী আছ কি? আমি তাদের প্রার্থনা কবুল করবো। কেহ ক্ষমা প্রার্থী আছ কি ? তার ক্ষমা মঞ্জুর করব। অন্যত্র আছে, শা'বানের চাঁদের ১৫ই তারিখ আসবে তখন তোমরা শব বেদারী (রাত জাগরণ) করে আল্লাহ্র বন্দীগী করবে আর পরের দিন রোজা

১ . আল্লামা আব্দুর রাহমান শাফূরী, নুযহাতুল মাযালিস

রাখবে। কেননা ঐ তারিখের সূর্যাস্তের পরক্ষণই আল্লাহ্ পাক নিচের আসমানে তাশরীফ রাখেন আর বান্দাদেরকে ডেকে বলেন, ক্ষমা প্রার্থনা কারী কেহ আছ কি? যাকে আমি ক্ষমা করব। রিযিক প্রার্থনা কারী কেহ আছ কি? যাকে আমি রিযিক দিব। বিপদগ্রস্ত কেহ আছ কি? সে বিপদে মুক্তি প্রার্থনা করবে আর আমি তার বিপদ উদ্ধার করে দেব। অতঃপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সারাটি রাতই এভাবে বান্দাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হতে থাকে। অন্য এক হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, মহা পবিত্র এ রাত্রিতে আল্লাহ্ পাক প্রার্থীদের ফরিয়াদ কবুল করবেন। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তির দোয়া কবুল করবেন না। কতিপয় ব্যক্তিদের মধ্যে যাদুকর, গনক, বখিল, মদ্যপানকারী, যেনাকার, আর যারা পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয় এবং যে মুসলমান অপর মুসলমানের শুক্রতা পোষন করে ঐ সমস্ত ব্যক্তির প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করবেন না। সুতরাং প্রতিয়মান হয় যে, এ রাতে ঐ সমস্ত ব্যক্তির দোয়া কবুল হবে, যিনি বা যারা বিশুদ্ধ জীবন যাপনের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'র প্রচলিত পথে চলেন।

ভর্তি চলিতেছে **ভর্তি চলিতেছে**

এল.এল.বি ১ম পর্বে ২০১৪-২০১৫ ইং সেশনে

বঙ্গবন্ধু ল' কলেজে

(জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত)

"বিগত ১৪বছর যাবত সারা বাংলাদেশে সর্বোচ্চ।

[২০১২ইং সালের পাশের হার ৯৮%]"

প্রফেসর ডঃ এম.এম. আনোয়ার হোসেন

বঙ্গবন্ধু ল' কলেজে (পীর জঙ্গী মাজারের নিকটে), মতিঝিল,ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ০১৭১১১৭৬১২৭, ০১৫৫২৪৬৯১৪৫, ০১৭১১১৪৬৩৫২

পবিত্র লায়লাতুল বরাআত

***মওলানা কাজী মোঃ মঈনউদ্দীন আশরাফী**

লায়লাতুল বরাত বছরের বরকতময় পঞ্চ রাতের অন্যতম। পবিত্র কুরআন, হাদিস ও তাফসীর গ্রন্থ সমুহে এ পবিত্র রজনী বিভিন্ন নামে পরিচিত। যথা ঃ- লায়লাতুল মুবারাকা, লায়লাতুল বরাত, লায়লাতুল রহমত ও লায়লাতুল সায়িক ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনে ও হাদিস শরীফে বরকতময় রাতের অসংখ্য ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

সুরায়ে দুখানের প্রারম্ভে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- "উজ্জ্বল কিতাবের শপথ নিশ্চয় আমি এটা নাযেল করেছি বরকতম রাতে"।

এই আয়াতে বরকতময় রাত দ্বারা তাফসীরে জালালাঈন শরীফে লায়লাতুল বরাতকে বুঝানো হয়েছে। অতএব লায়লাতুল বরাত এর গুরুত্ব কুরআনে পাকের আলোকে প্রমাণিত।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হতে বর্ণিত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যখন শা'বান মাসের পনেরতম রজনী তোমাদের নিকট উপস্থিত হবে তখন তোমরা অধিক হারে নফল নামাজ পড় এবং পরদিন রোজা রাখ। নিশ্চয় এটা বরকতময় রজনী এবং এই রাত্রিতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-ক্ষমা প্রার্থনাকারী কে আছ ? আমি তাকে মার্জনা করব, সুস্থতা প্রার্থী কে আছ ? আমি তাকে সুস্থতা দান করব। জীবিকা প্রার্থী কে আছ ? আমি তাকে জীবিকা দান করব ? এভাবে প্রভাত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে আহ্বান অব্যাহত থাকে। অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে- ইমাম তিরমিযি ও ইবনে মাজা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা শা'বান মাসের পনেরতম রজনীতে প্রথম আসমানে বিশেষ তাজাল্লি আরোপ করেন এবং আরবের বণি ক্বলব গোত্রের মেষ সমূহের লোমের চেয়েও অধিক সংখ্যক আমার উম্মতকে ক্ষমা করেন।

এ পবিত্র রজনীতে যারা ক্ষমা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত ঃ

হযরত আবু হুরাইয়রা (রা.) হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শা'বানের পনেরতম রজনীতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে আগমন করে আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার পবিত মস্তক আকাশের দিকে উত্তোলন করুন। তখন আমি বললাম এটা কোন রজনী ? তিনি বললেন এটা ঐ বরকতময় রাত যে রাতে আল্লাহ্ তা'আলা তিনশত রহমতের দরজা খুলে দেন এবং সকল মুসলমানদেরকে ক্ষমা করেন। কিন্তু মুশরিক, যাদুকর, জ্যোতিষী, ব্যাভিচারকারী ও মদ্যপকে ক্ষমা করেন না। অপর হাদিসেও সুদ গ্রহণকারী, অহংকার করে গোড়ালীর নিচে বস্ত্র পরিধানকারী, মুসলমানদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টিকারী ও মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানের উক্ত রজনীতে ক্ষমাপ্রাপ্তি হতে বঞ্চিত থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে।

এ রাত্রিতে যা ঘটে থাকে ঃ-

হযরত ইমাম বায়হাকী (রাহঃ) "দাওয়াতে কবীর" নামক গ্রন্থে রয়েছে নবীজি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) কে সম্বোধত করে বললেন- আয়েশা তুমি কি জান এ রাত্রিতে (১৫ই শা'বান) কি ঘটে থাকে ? তিনি আরজ করলেন-হুজুর। আপনিই বলুন অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন এ রাত্রিতে উক্ত বছরে জন্মগ্রহণকারী সন্তানদের সংখ্যা লিখে দেয়া হয় অনুরূপভাবে উক্ত বছরে মৃত্যু বরণকারীদের তালিকাও প্রনয়ণ করা হয় এবং তাদের রিযিক সমুহ নাযিল করা হয়।

এ রাতে আমলের ফজিলত ঃ

তাফসীরে কবীর শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (দঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এ রজনীতে একশত রাকাত নফল নামায পড়বে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিকট একশ ফেরশতা প্রেরণ করবেন। তন্মধ্যে ত্রিশ জন তাকে জাহান্নাম হতে রক্ষা

করবে, অপর ত্রিশজন তাঁর থেকে পার্থিব জগতের আপদ-বিপদ দূরীভূত করবে এবং দশজন তাঁকে অভিশপ্ত ইবলিসের ধোঁকা হতে বাঁচাবে।

অপর রেওয়াতে বর্ণিত আছে- যে ব্যক্তি শবে বরাতের রাত্রে খাবার সামগ্রী , কাপড় বা নগদ টাকা পয়সা দান করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রত্যেক বিষয়ে বরকত দান করবেন এবং আয় উপার্জন বৃদ্ধি করে দেবেন।

অপর হাদিসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি শবে বরাতের রাত্রে জাগ্রত থেকে ইবাদত বন্দেগী জিকির-আজ্কার করবে আল্লাহ্ তাকে মৃত্যুর পর জীবিত রাখবেন।

"মিফতাহুল জিনান" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ১৪ই শাবান সূর্যাস্তের নিকটবর্তী সময়ে "লা হওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়্যিল আযিম" চল্লিশবার এবং দরূদ শরীফ একশত বার পড়বে আল্লাহ্ তা'আলা তার চল্লিশ বছরের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন।

এ রাতে দু'রাকাত নামায চারশ বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম ঃ

রওযল আফকার নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) একদা পর্বত ভ্রমণ করছিলেন। ভ্রমণকালে তিনি একটি অতি শুভ্র পাথর দেখে গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তখন আল্লাহ্ ত্'আলা হযরত ঈসা (আঃ) কে বললেন হে ঈসা (আঃ)। এ পাথরটি কি তোমার পছন্দ হচ্ছে ? উত্তরে তিনি বললেন- হে পারওয়ার দিগার। পাথরটি খুব সুন্দর। আল্লাহ্ বললেন- তুমি কি তার মধ্যে কি আছে দেখতে চাও ? তিনি বললেন হ্যাঁ। তখন আল্লাহর হুকুমে পাথরটি ফেটে যায়। এতে তিনি দেখলেন একজন মানুষ নামাযে মগ্ন আছে, তাঁর পার্শ্বে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত। অন্য পার্শ্বে আঙ্গুর। ঐ ব্যক্তি নামায শেষ করলে তিনি তাঁকে সালাম এবং মুছাফাহা করে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কে এবং এখানে কি করছ ? উত্তরে ঐ ব্যক্তি আরজ করল- আমি হযরত মুসা (আঃ) এর একজন উম্মত। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলাম যেন আমাকে ইবাদতের জন্যে জনমানব মুক্ত এলাকা দান করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ পাথরের অভ্যন্তরে স্থান দেন। এখন আমার না স্ত্রী-পুত্রের চিন্তা-ভাবনা আছে, না বুন্ধ-বান্ধবের সাথে অযথা সময় ব্যয় হচ্ছে, না আমার পানাহারের ভাবনা আছে। আহারের জন্যে আঙ্গুর এবং পানীয় হিসেবে ঠা-া মিষ্ট পানির ব্যবস্থা রয়েছে দিনে রোযা রাখি এবং সর্বদা ইবাদত মগ্ন থাকি।

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন- কখন থেকে এ পাথরের মধ্যে ইবাদতরত আছ ? আরজ করল- চারশ বছর ধরে। এ কথা শুনে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র দরবারে আরজ করলেন- হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদের মধ্যে এরকম ইবাদত তো আর কেউ করেননি। পার্থিব সব কিছু হতে মুক্ত হয়ে চারশ বছর ধরে ইবাদত এবং সিয়াম সাধনায় রত রয়েছে।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ) এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, নবীকূল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মত শা'বানের পঞ্চদশ রাত্রিতে দু'রাকাত নামায আদায় করলে তা এ ব্যক্তির চারশ বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম হবে।

এ রাতে ঈমানদারদের আত্মাসমূহ আপনজনদের নিকট আগমন করে।

"ফতুয়া খায়রিয়া" গ্রন্থে আল্লামা খায়রুদ্দীন রামালী (রাহ.) বর্ণনা করেন- বরাতের রজনীতে ঈমানদারদের আত্মাসমুহ আপনজনদের ঘরে আগমন করে বলতে থাকে, হে আমার আত্মীয়-স্বজনরা! আমাদের তৈরী ঘরে বসবাস করছ, আমাদের সম্পদ ভোগ করছ। আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমাদেরকে কিছু দাও, আমাদের জন্য "ঈসালে ছাওয়াব" কর। আমাদের "আমল নামায়" সমাপ্তি ঘটেছে। তোমাদের গুলো এখনও জারী আছে।

জীবিত ওয়ারিশগণ সামর্থনুসারে ঈসালে সাওয়াব, ফাতেহা ও ছদকা-খায়রাত করলে ঐ আত্মাসমুহ আনন্দচিত্তে দোয়া করতে করতে আপন স্থানে ফিরে যায়।

ফাতেহার মত একটি পুন্য কাজকে ওহাবী সম্প্রদায় জঘন্য বিদআত ও পথভ্রষ্টদের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে। (রিছালা-ই-হাতিফ)

আর মৌং মওদুদী সাহেব এটাকে মুশরিকদের পুজাপাঠ বলেছে। (তাজদীদ ওয়া ইহ্ইয়ায়ি দ্বীন, ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলন)।

পনরই শাবান রোযার ফজিলত ঃ

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি পনেরই শাবান রোযা রাখবে তাকে দোজখের আগুন স্পর্শ করবেনা। হযরত উম্মে সাল্‌মা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হুযুর (দঃ) কে শাবান ও রমজান ছাড়া অন্য মাসে একাধারে রোযা রাখতে দেখিনি। (মিশকাত শরীফ)

এ রাত্রিতে যেয়ারতের ফজিলত ঃ

হাদিস শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরাতের রাত্রে "জান্নাতুল বাকীতে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করেছেন।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, উক্ত রাত্রিতে কবরস্থানে এবং আউলিয়া কেরামের মাযার যেয়ারত করা সুন্নাত। অথচ ওহাবী ও মওদুদী পন্থী আলিমগণ উক্ত রাত্রিতে আউলিয়া কেরামের মাযারে গিয়ে যেয়ারত করা থেকে সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে বিরত রাখার অপচেষ্টা চালায় এবং বলে ঐখানে অযথা সময় নষ্ট করার চেয়ে ইবাদত-বন্দেগী করা উত্তম। এতে বুঝা গেল যে, তাদের মতে যেয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করা অনর্থক ও অযথা কাজ, অথচ হুযুর (দঃ) স্বয়ং যেয়ারতের উদ্দেশ্যে "জান্নাতুল বাকীর" কবরস্থানে যেতেন।

মোদ্দা কথা, লায়লাতুল বরাত' হলো মুসলমানদের জন্যে অতীব বরকতময় রাত। এটাকে নামায, তিলোওয়াত, জিকির, তছবীহ, তাহলীল, যেয়ারত, ছদ্‌কা, খায়রাত ইত্যাদি পুন্য আমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করে আল্লাহ্ রাসূলের সন্তুষ্টি হাসিল করা সকল মুসলমানের একান্ত উচিত। আল্লাহ্ আমাদের তৌফিক দান করুন, আমীন।

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে তাকবীর — আল্লাহু আকবার

নারায়ে রিসালাত — ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নারায়ে গাউছিয়া — ইয়া গাউসুল আজম দস্তগীর

গাউসুল আজম জামে মসজিদ

শাহজাহানপুর, ঢাকা।

প্রতিষ্ঠাতা খতীবঃ উস্তাজুল উলামা, শায়খুল ইসলাম- অধ্যক্ষ আল্লামা হাফেজ এম.এ.জলিল (রঃ)

নির্মাণ ও সংস্কার চলছে

আপনিও শরিক হয়ে উভয় জাহানের কামিয়াবী হাসিল করুন।

আরজ গুজার

মুহাম্মদ শাহ্ আলম, নির্বাহী সভাপতি ০১৬৭০৮২৭৫৬৮

মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন, সেক্রেটারী ০১৫৫২৪৬৫৫৯৯

গাউসুল আজম জামে মসজিদ, শাহাজাহানপুর, ঢাকা।

শা'বান ও শবে বরাআত

অধ্যক্ষ হাফেজ এম. এ. জলিল

শা'বান মাস হিজরী বৎসরের ৮ম মাস। রমযান হলো ৯ম মাস। শাবান মাসের ফযিলত অনেক। কেননা, এ মাসটি রমযান শরীফের পূর্ব প্রস্তুতির মাস। এ মাস হলো বান্দার ভাগ্য নির্ধারনের মাস এবং গত এক বৎসরের চুড়ান্ত হিসাব আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করার মাস। এ মাসের লাইলাতুল বারাআতে আগামী বৎসরের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। আর এক মাস এগার দিন পর লাইলাতুল ক্বদরে বান্দার হায়াত মউক, রিযিক দৌলত সংশ্লিষ্ট ফিরিস্তাদের কাছে অর্পন করা হয়। তাক্বদীর নির্ধারণ ও কর্ম বন্টন যথাক্রমে লাইলাতুল বারাআতে ও লাইলাতুল ক্বদরে সম্পাদন করা হয়। এভাবেই কুরআন ও হাদিসের বর্ণিত সমস্ত আয়াত ও সমস্ত হাদীসের মধ্যে সমন্বয় করে মোফাসসেরীন ও মোহাদ্দেসীনগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কারণ, শবে বারাআত ও শবে ক্বদর উভয় রাত্রিতেই ভাগ্য নির্ধারণ ও বন্টনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম সমস্ত রেওয়ায়ত একত্র করে যাচাই বাছাই ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। পরে তা আলোচনা করা হবে। এখন শবে বারাআত বা লাইলাতুল বারাআত ও শা'বান মাসের ফযিলত বয়ান করা হলো।

১। আল্লাহ্ পাক কুরআন মজিদের সূরা দুখান-এ ইরশাদ করেছেন-

حم – وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ – إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ – فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ – أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ – رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

-"হা-মীম। শপথ ঐ সুস্পষ্ট কিতাবের। নিশ্চয়ই আমি এই কিতাবকে বরকতময় রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয়ই আমি সর্তককারী। এ রাতেই ফয়সালা বা বন্টন করা হয় প্রত্যেক হিকমতপূর্ণ কাজ। আমার পক্ষ হতে নির্দেশক্রমে (একাজ করা হয়)। নিশ্চয়ই আমি প্রেরণকারী। আপনার রবের নিকট থেকে রহমত। নিশ্চয় তিনি শুনেন; জানেন। (অনুবাদ ঃ কানযুল ঈমান)

লাইলাতুম মুবারাকা কোন্ রাত ঃ

এ আয়াতে "লাইলাতুম মুবারকাহ" দ্বারা শবে বরাত বা শবে ক্বদর উভয়টিই হতে পারে। কেননা উভয় রাত্রিই বরকতময়। যদি শবে বরাত অর্থ করা হয়- যেমন ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়াতে লাইলাতুর বারাআত অর্থ করা হয়েছে, তাহলে এ রাতে কুরআন অবর্তীর্ণ হওয়ার অর্থ হবে কিছু অংশ নাযিল শুরু হওয়া। আর যদি শবে ক্বদর অর্থ করা হয়- তাহলে অর্থ হবে আমি সম্পূর্ণ কুরআন একবারে শবে ক্বদরে লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে নাযিল করেছি। সেখান থেকে জিবরাইল ২০ বছর অল্প অল্প করে প্রয়োজন অনুসারে আল্লাহ্‌র নির্দেশে পূর্ণ কুরআন নাযিল করেছেন।

শবে বরাতের শানেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পক্ষে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) দৃঢ় মত পোষণ করে বলেছেন- বরকতের রাতের দ্বারা শা'বান মাসের পনরই রাত্রিকেই বুঝানো হয়েছে। ইহা ইবনে আব্বাসের শাগরিদ ও মুখপাত্র ইকরামা কর্তৃক বর্ণিত মোফাসাসেরীনদের এক বিরাট অংশ ইকরামার মত সমর্থন করেছেন। তার প্রমাণ হিসেবে বলেছেন- শবে বরাতের চারটি নাম আছে যথা ঃ-

(১) লাইরাতুম মোবারাকা (২) লাইলাতুল বারাআত (৩) লাইলাতুর রাহমাত (৪) লাইলাতুস সাককি (তাফসীরে সাভী)। সুতরাং উপরোল্লিখিত আয়াতে লাইলাতুম মুবারাকাতুন বলে আল্লাহ্ তা'আলা শবে বারাআতকেই বুঝিয়েছেন। লাইলাতুল ক্বদরের নাম লাইলাতুম মুবারাকা কোথাও সরাসরি উল্লেখ নেই। লাইলাতুম বারাআতের অপর নাম সরাসরি লাইলাতুম মুবারাকা।

এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রা.) শাগরিদ ও মুখপাত্র রাবী হযরত ইকরামা (তাবেয়ী) হতে বর্ণিত আছে-

কে দেয়া হয় আমলের সম্পর্কীয় পোর্ট ফলিও। আজরাইল (আঃ) কে দেয়া হয় মুসবিতের পোর্ট ফলিও। (তাফসীরে সাভী ৪র্থ খ- পৃ-৬৩)।

৩। গাউসুল আযম আব্দুল কাদের জিলানী (রা.) রচিত গুনিয়াতুত ত্বালেবীন-এর ৩৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

قال ابن عباس رضى الله عنه حم يعنى قضى الله ماهو كائن الى يوم القيامة- والكتاب المبين يعنى القران- فى ليلة مباركة هى ليلة النصف من شعبان وهى ليلة البراءة-

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূরা দুখানের সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন- 'হা-মীম' অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য যাবতীয় বিষয় নির্ধারণ করে রেখেছেন।

"ওয়াল কিতাবিল মুবিন" এর মধ্যে 'আল কিতাব' অর্থ কুরআন মজিদ। 'ফি লাইলাতিম মুবারাকাতিন' অর্থ হলো শা'বান মাসের মধ্য রাত্রি অর্থাৎ শবে বারাআত। মোদ্দা কথা হলো- লাইলাতুম মুবারাকা বলতে ইবনে আব্বাস (রা.) শবে বারাআতকেই বুঝিয়েছেন। সুতরাং বরকতময় রাতের অর্থ হলো শবে বারাআত শবে ক্বদর নয়। আল্লামা কুরতুবী (৬৭১ হিঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং শবে বরাত ও শবে ক্বদরের মধ্যে বার্ষিক ভাগ্য নির্ধারণ ও বন্টনের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন-

ان الله يقضى الا قضية فى ليلة النصف من شعبان ويسلمها الى اربابها فى ليلة القدر-

-"আল্লাহ্ তা'আলা শবে বরাআতে বান্দার যাবতীয় ভাগ্য নির্ধারণ করেন এবং শবে কদরে সংশ্লিষ্ট ফেরেস্তার কাছে হস্তান্তর করেন (তাজকিরা পৃষ্ঠা ৭১ বৈরুত ১৯৯৮ ইং)

পূর্ণ কুরআন কোন্ রাত্রে একবারে নাযিল হয়েছে ?

আয়াতে বলা হয়েছে- "লাইলাতুম মুবারাকায়" কুরআন একবারে নাযিল করা হয়েছে। লাইলাতুম মুবারাকা অর্থ শবে বরাতে হলে অর্থ দাঁড়ায়- ঐ রাতে পূর্ণ কুরআন নাযিল হয়েছে। অথচ জমহুর মোফাসসেরীন ও হাদিসের বিশেষজ্ঞ মোহাদ্দেসীনদের মতে সম্পূর্ণ কুরআন লাওহে মাহফুজ থেকে প্রতম প্রথম আসমানের

عن عكرمة الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان انزل الله جبرائيل الى السماء الدنيا فى تلك الليلة حتى املى القران على الكتبة وسماها مباركة لانها كثرة الخير والبركة لما ينزل فيها من الرحمة ويجاب فيها الدعوة- (تفسير كشف الاسرار ج৯ صفح৯৪)

-"হযরত ইকরামা (রাহ.) থেকে বর্ণিত (আয়াতে বর্ণিত) লাইলাতুম মুবারাকা' হলো শা'বান মাসের মধ্য রাত্রি অর্থাৎ ১৫ই রাত। এরাতে আল্লাহ্ পাক হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে প্রথম আকাশে (দুনিয়া সংলগ্ন আকাশ) প্রেরণ করেন। জিব্রাইল (আঃ) প্রথম আকাশের ফেরেস্তাদের কাছে পূর্ণ কুরআন একেবারে লিপিবদ্ধ করিয়ে দিয়েছেন। এই রাতকে মুবারক রাত নাম রাখার কারণ হলো- এ রাতে অনেক কল্যাণ ও বরকত রয়েছে। এ রাতে আল্লাহর রহমত নাযিল হয় এবং দোয়া কবুল হয় (তাফসীরে কাশফুল আসরার ৯ম খ- ৯৪ পৃষ্ঠা)

২। তাফসীরে সাভী সূরা দুখানে বর্ণিত আছে-

وقيل يبد فى استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ من ليلة النصف من شعبان ويقع الفراغ فى ليلة القدر فتدفع نسخة الارزاق الى ميكائيل ونسخة الحروب الى جبرائيل وكذالك الزلازل والصواعق والخسف ونسخة الاعما الى اسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم- ونسخة المصائب الى ملك الموت (تفسير الصاوى ج৪ صفح ৬০৩)

-"রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে- লাওহে মাহফুজ থেকে হায়াত, মউত, রিযিক, দৌলত (খোদার নির্দেশ) শবে বারাআতে স্থানান্তর শুরু হয় এবং ১মাস ১১ দিন পর লাইলাতুল ক্বদরে সমাপ্ত হয়। স্থানান্তর শেষ হলে শবে ক্বদর মিকাঈল (আঃ) কে দেয়া হয় রিযিকের পোর্ট ফলিও জিব্রাইল (আঃ) কে দেয়া হয়, যুদ্ধ বিগ্রহ শান্তি, দুনিয়ার ভুমিকম্প, আকাশের জোতিষম-লীর বান নিক্ষেপ ও ভুমিধ্বস সম্পর্কীয় পোর্ট ফলিও। প্রথম আকাশের দায়িত্ব প্রাপ্ত মহান ফেরেস্তা ইসমাঈল (আঃ)

বাইতুল ইজ্জতে নাযিল করা হয়েছে। সেখান থেকে ২০ বৎসর অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে। তাহলে কিভাবে সমন্বয় করা যায় উভয় মতবাদ কে ? সম্বন্ধে তাফসীরে সাভী এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

(انزل فيها) اى جملة ومعنى انزاله من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا ان جبرائيل املاه منه على ملائكة سماء الدنيا فكتبوه فى صحف وكانت عندهم فى محل من تلك السماء يسمى بيت العزة ثم نجمته الملائكة المذكورون على جبرائيل فى عشرين سنة ينزل بها على النبى صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والحوادث-

-"পূর্ণ কুরআন মজিদ একবারে লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আকাশে নাযিল হওয়া লাইলাতুল ক্বদর সমাপ্ত হয়েছে। হযরত জিব্রাইল প্রথম আকাশের ফেরেস্তাদের কাছে পূর্ণ কুরআন লিপিবদ্ধ করিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর ফেরেস্তারা সমস্ত কুরআন লিপিবদ্ধ করে তাদের কাছে প্রথম আকাশের বাইতুল ইজ্জত নামক স্থানে সংরক্ষণ করেছেন। এরপর অল্প অল্প করে ২০ বৎসরে জিব্রাইলের কাছে হস্তান্তর করেছেন। জিব্রাইল (আঃ) ঘটনা প্রবাহ অনুযায়ী অল্প অল্প করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'র উপর নাযিল করেছেন। (উল্লেখ্য যে, প্রথম ৫ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিন বৎসর ওহী বন্ধ ছিল। তিন বৎসর পর আবার অবতরণ শুরু হয় এবং বিশ বছরে শেষ হয়)। প্রথম আয়াত ছিল-

وانذر عشيرتك الا قربين-

-"আপনার নিকট জনদেরকে প্রথমে হেদায়াত করুন।" (এটাই হলো- ইসলামী তাবলীগের নিয়ম ও নীতি)।

ইতিপূর্বে ইকরামার রেওয়ায়াত ও তাফসীরে সাভীর রেওয়ায়াত রাত্র নিয়ে পার্থক্য দেখা যায়। সমন্বয় হবে এভাবে-

লাইলাতুম মুবারাকা- অর্থাৎ লাইলাতুল বারাআতে সম্পূর্ণ কুরআন আল্লাহর ইলমে আযলী থেকে লাওহে মাহফুজে নাযিল হয়েছে এবং লাইলাতুল ক্বদরে লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আকাশের বাইতুল ইজ্জাতে নাযিল হয়েছে। সুতরাং উভয় বক্তব্যের মধ্যে আর কোন বিতর্ক থাকেনা। শেখ আবদুল হক মোহদ্দেস দেহলভী (রাহ.) তাঁর মা ছাবাত। মিনাছ ছুন্নাহ গ্রন্থে এভাবেই সমন্বয় করেছেন।

লাইলাতুম মুবারাকা ও লাইলাতুল ক্বদর যে শবে বরাতে ও শবে ক্বদর এতে আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকেনা এবং দুরাতে সম্পূর্ণ কুরআন কিভাবে কোথায় দুবারে নাযিল হয়েছিল তার সমাধান শেখ দেহলভী সাহেব করে দিয়েছেন। এই অংশ টুকুর আলোচনা আলেমদের উদ্দেশ্যে খাস করে করা হলো।

শবে বারাআত কখন শুরু হয় ?

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'র উম্মতের জন্য রোজে আযলে আল্লাহ্ তা'আলা শবে বারাআত নির্ধারিত করে রেখেছেন। অনুরূপভাবে শবে ক্বদরও এই উম্মতের জন্যই নির্ধারিত। অন্য কোন উম্মতকেই এই দুই নেয়ামতপূর্ণ রাতের ফযিলত দান করা হয়নি। এই দুই রাত আদিকাল থেকে ছিল। কিন্তু তার ফযিলত ছিলনা। শবে বারাআতের সুরা হলো সুরায়ে দুখান। আর শবে ক্বদরের সূরা হলো"সূরা ক্বদর"। উভয়টিই হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। তবে মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফে হিজরত করে যাওয়ার পর শবে বারাআত ও শবে ক্বদরের ফযিলত বিধি-বিধান হাদিস শরীফের মাধ্যমে চালু হয়। হিজরতের দেড় বৎসর পর অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসের ১৫ই রাত্রে শবে বারাআতের ফযিলত দান করা হয়- নবীজীকে ঘুম থেকে জাগ্রত করে। তিনশত রহমতের দরজা ঐ রাত্রে আকাশে খোলা হয়েছিল। জিব্রাইল (আঃ) ঐ রাতের যাবতীয় ফযিলত, ইবাদত, ভাগ্য নির্ধারণ-ইত্যাদির সুসংবাদ দিয়ে যান ঐ রাত্রে এবং ঐ রাতেই নবীজি জান্নাতুল বাক্বী নামক কবরস্থানে গিয়ে উম্মতের জন্য নবীজি শাফায়াত ঐ রাত্রেই মনযুর করেন। ঐ রাতেই রোযার বিধান সম্বলিত প্রথম আয়াত নাযিল হয়। (তাফসিরে সাভী আয়াতটি হলো সুরা বাক্বারার ১৮৩ নম্বর আয়াত)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

قال النبى صلى الله علية وسلم ان الله يرحم امتى هذه الليلة بعدد شعر اغنام بنى كلب (تفسير صاوى سورة الدخان)

-"নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- শবে বারাআতে আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের উপর রহমত নাযিল করেন আরবের বনী কাল্‌ব গোত্রের মেষ পালের পশমের সংখ্যা বরাবর (তাফসীরে সাভী সুরা দুখান ৪র্থ খ-)।

আরবে তিনটি গোত্র বেশী প্রসিদ্ধ- বনী কাল্‌ব, বনী রবি ও বনী মুদার। প্রত্যেক গোত্রের মেষের পরিমান ৩০ হাজার করে। ত্রিশ হাজার মেষের গায়ে যে পরিমান পশম আছে- এই পরিমান রহমত নাযিল হয় শবে বরাতে উম্মতে মুহাম্মদীর উপর। অন্য এক রেওয়ায়াতে উল্লেখিত তিন গোত্রের মেষের কথা উল্লেখ আছে। তাহলে ৯০ হাজার মেষের পশমের পরিমান রহমত নাযিল হয় এই রাত্রে। এটা উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি আল্লাহর খাস মেহেরবাণী। এর সম্মান রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উচিত। আল্লাহর রহমতের পরিমান ও তিনগোত্রের মেষের পশমের পরিমান সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবগত রয়েছেন। ইহাই ইলমে গায়েব।

৩। তাফসীরে সাভী সূরা দুখান এ উল্লেখ আছে-

ان الله تعالى اعطى رسوله فى تلك الليلة تمام الشفاعة فى امته- وذلك انه سال ليلة الثالث عشر من شعبان فى امتة فاعطى الثلث منها- ثم سال ليلة الرابع عشر فاعطى الجميع-

-"নিঃসন্দেহে লাইলাতুল বারাআতে আল্লাহ্ তা'আলা আপন রাসুলকে সমস্ত উম্মতের জন্য শাফাআত করার পূর্ণ অধিকার দার করেছেন। এভাবে তিনি দান করেছেন- ১৩ই রাত্রে নবী করিম (দঃ) আপন উম্মতের জন্য সুপারিশ করার অধিকার প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এক তৃতীয়াংশের জন্য সুপারিশের অধিকার মঞ্জুর করলেন। ১৪ই রাত্রে আবার প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা দুই তৃতীয়াংশের জন্য সুপারিশ মঞ্জুর করেলেন। ১৫ই রাত্রে যখন আবার সুপারিশের অধিকার চাইলেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা পূরা উম্মতের -"হে প্রিয় মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হলো- যেমনিভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমরা যেন মোত্তাকী হতে পারো বা খোদার নিষিদ্ধ জিনিস বর্জন করে এবং নেক অর্জন করে আত্মশুদ্ধ হতে পারো। (ভাবার্থ)

কাজেই শবে বারাআত, রমযানের রোযা ও শবে ক্বদর দ্বিতীয় হিজরী সন থেকে চালু হয়।

শাবান মাস ও শবে বারাআতের ফযিলত ঃ

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال جاءنى جبرائيل ليلة النصف من شعبان فقال يامحمد ارفع رأسك الى السماء فقلت ماهذه الليلة قال هذه الليلة يفتح الله فيها ثلثمائة باب من ابواب الرحمة يغفر الله لجميع من لا يشرك به شيأ الا ان يكون ساحرا او كاهنا او مدمن خمر على رواية المشاحن وعاق الوالدين (مرأة الواعظين فى درة الناصحين)

-"হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- শা'বান মাসের মধ্য রাত্রে (১৫ই রাত্র) জিবরাইল আমার কাছে এসে বললেন- হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি আকাশের দিকে মাথা তুলে দেখুন। আমি বললাম- এ রাতে কি সংঘটিত হচ্ছে ? জিবরাঈল বললেন- এটি এমন এক রাত্র- যে রাতে আল্লাহ্ তা'আলা তিনশত রহমতের দরজা খুলে দেন। এ রাতে মুশরিক ব্যতিত সবাইকে সরাসরি ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যাদুকর, গণক, জ্বিনায় লিপ্ত, সুদখোর, মদপানে আসক্ত ব্যক্তি, অন্য বর্ণনা মতে অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী ও পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানকে সরাসরি ক্ষমা করা হয়না।" (মিরআতুল ওয়ায়েজীন ফি দুররাতিন নাসিহীন)। উল্লেখিত গুনাহ্‌গুলো কবিরা গুনাহ্। কবিরা গুনাহ্ শুধু ইবাদতে মাফ হয়না- তাওবা করতে হয়। সগিরা গুনাহ্ সরাসরি মাফ হয়ে যায় শবে বারাআতে। তাই এ রাতে ইবাদতের সাথে সাথে তওবা করতে হয় ভবিষ্যতে গুনাহ্ না করার জন্য এবং অতীত গুনাহ্ ক্ষমা করার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে কাঁদতে হয়।

জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা ও অধিকার মঞ্জুর করলেন। অর্থাৎ ঈমান ও আক্বিদায় গলদ না থাকলে তিনি সমস্ত উম্মতকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেন। তাই আক্বিদা শুদ্ধ করে নবীজীর শাফাআতের আশা করা উচিৎ। বাতিল আক্বিদাধারীরা সুপারিশ থেকে বঞ্চিত থাকবে। (মাকতুবাতে ঈমামে রাব্বানী ৭৩ ফের্কা প্রসঙ্গ)।

৪। বায়হাকী শরীফে উল্লেখ আছে-

عن عثمان بن ابى العاص عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الى السماء الدنيا مناد ينادى هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه فلا يسأل احد الا اعطى الا زانية بفرجها او مشركا (رواه البيهقى)

-"হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- "শা'বান মাসের মধ্যবর্তী রাত্রে (শবেবরাতে) প্রথম আকাশে একজন ঘোষক ফেরেস্তা অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকে- তোমাদের মধ্যে কেউ কি ক্ষমা প্রার্থী আছে ? ক্ষমা চাইলেই ক্ষমা করে দেয়া হবে। তোমাদের মধ্যে কেই কি প্রার্থনাকারী আছে ? প্রার্থনা করলেই প্রার্থিত বস্তু দেয়া হবে। শুধু জ্বিনাকারিনী ও মুশরিককে এ সৌভাগ্য দেয়া হবেনা। (বায়হাকী শরীফ)।

৫। তাফসীরে দুররে মানছুরে ৭ম খ- ৪০১ পৃঃ আল্লামা জালালুদ্দীন সিয়ুতি হাদিস উল্লেখ করেছেন-

عن اسامة بن زيد قلت يارسول الله لم ارك تصوم من شهر من الشهور اكثر ماتصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر يرفع فيه الاعمال الى رب العالمين فاحب ان يرفع عملى وانا صائم (ابن ابى حاتم وكنز العمال)

-"হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (হুজুরের পালকপুত্র যায়েদ এর ছেলে) (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম-ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি আপনাকে শা'বান মাসের চেয়ে অন্য কোন মাসে বেশী নফল রোযা রাখতে দেখিনি। এর কারণ কি ? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন- রজব ও রমযানের মধ্যবর্তী এমাস সম্পর্কে মানুষ গাফেল রয়েছে। এটি এমন মাস- যে মাসে বান্দার (বিগত বছরের)আমল সমূহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে পেশ করা হয়।তাই রোজা অবস্থায় আমার আমলনামাও আল্লাহর দরবারে পেশ করা হোক- এটাই আমি পছন্দ করি। (১৩, ১৪, ১৫ তারিখের তিনটি রোযা রাখা খুবই উত্তম । কেননা এ অবস্থায় খোদার দরবারে আমল নামা পেশ করা হবে)।

৬। ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আলী (কঃ ওয়াজহাহু) থেকে বর্ণিত হাদিস-

عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها و صوموا نهارها فان الله عزو جل ينزل فيها بغروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول الامستغفر فاغفرله الا كذا حتى يطلع الفجر وفى رواية حتى تطلع الشمس (رواه ابن ماجه)

-"হযরত আলী কররামাল্লাহু ওয়াজহাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যখন শাবানের মধ্যবর্তী রাত্র আসে (১৫ই রাত্র), তখন তোমরা রাত্রে জাগ্রত থেকে ইবাদত করো এবং দিনের বেলায় রোযা রাখো। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ রাত্রে সুর্যাস্তের পর পরই প্রথম আসমানে অবতরণ করে ডাকতে থাকেন- কেউ ক্ষমা প্রর্থনাকারী আছে কি? ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করে দিব। কেউ রোগাক্রান্ত আছে কি? থাকলে শিফা চাও- শিফা করে দিবো। কেউ রিযিক চাওয়ার আছ কি? রিযিক চাইলে দেবো। কেউ আছে কি? কেউ আছ কি? কেউ আছে কি? এভাবে ফজর (সোবহে সাদেক) পর্যন্ত আহান আসতেই থাকে। কোন কোন বর্ণনায় সোবহে সাদেক শব্দের পরিবর্তে সূর্যোদয় পর্যন্ত শব্দ এসেছে। (ইবনে মাজাহ)।

(হাদিসে রূপক অর্থে আল্লাহর অবতরণের কথা বলা হয়েছে। এটাকে একটি রূপের উপমা হিসেবে পেশ করে মানুষের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্ তো নিরাকার। তাঁর অবতরণ অর্থ হলো- দয়া ও

রহমতের অবতরণ অথবা রহমতের ফিরিস্তার প্রথম আসমানে অবতরণ। আল্লাহ্‌র নূরের তাজাল্লীও হতে পারে)।

বছরের বিশেষ কতগুলো রজনীতে স্বয়ং আল্লাহ্ বান্দাকে ডাকেন কিছু দেয়ার জন্য। অন্যান্য রজনীতে বান্দা ডাকে আল্লাহ্‌কে কিছু পাওয়ার জন্য। কত পার্থক্য। আল্লাহ্‌র মহব্বতের ডাকে যারা সাড়া দেয়- তারাই ভাগ্যবান।

৭। শবে বারাআতে কবর যিয়ারত সম্পর্কীয় হাদিস ঃ

عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ، فَإِذَا هُوَ بِالبَقِيعِ، فَقَالَ: أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ. (رواه الترمذى وابن ماجه وزاد رزين ممن يستحق النار (مشكوة ص ১১৫)

-"উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, আমি একরাত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আমার বিছানায় না পেয়ে অনুসন্ধান করে দেখতে পেলাম- তিনি জান্নাতুল বাক্বী নামক সাহাবাগণের কবরস্থানে অবস্থান আছেন এবং দোয়া ও মুনাজাত এবং রোনাজারীতে মশগুল রয়েছেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন- তুমি কি ধারণা করছো যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল তোমার প্রতি অন্যায় বা অনিয়ম করেছেন? আমি আরয করলাম- হে আল্লাহর রাসুল, আমি সত্যিই ধারণা করেছিলাম যে, হয়তো আপনি আপনার অন্য কোন বিবির ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- আল্লাহ্ তা'আলা (তাঁর রহমত বরকত বা ফেরেস্তা) শা'বানের ১৫ই রাত্রে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসে। এরপর বনী কল্‌বের বকরীর পশমের সংখ্যার চেয়েও অধিক বান্দাকে তিনি ক্ষমা করে দেন। (তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ)। আল্লামা রাযীন এ হাদিস বর্ণনার পর এই অংশটুকুও হাদিস রূপে বর্ণনা করেছেন যে, যারা দোযখের উপযুক্ত হয়ে গেছে- এমন লোকদেরকেও আল্লাহ্ তা'আলা এই রাত্রে ক্ষমা করে দেবেন।

৮। হযরত বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রা.) গুনিয়াতুত ত্বালেবীন গ্রন্থের ৩৬৫ পৃষ্ঠায় লাইলাতুল বারাআত ও লাইলাতুল ক্বদর সম্পর্কে বলেন-

فعيد الملائكة ليلة البراءة وليلة القدر وعيد المؤمنين يوم الفطر ويوم الاضحى- وعيد الملائكة بالليل لانهم لا ينامون وعيد المؤمنين بالنهار لانهم ينامون وان الله تعالى اظهر ليلة البراءة لانها ليلة الحكم والفضاء وليلة السخط والرضى وليلة السعادة والشقاء- والكرامة والنقا-

-"ফেরেস্তাদের ঈদ হলো দুটি- লাইলাতুল বারাআত ও লাইলাতুল ক্বদর। মুমিনদের ঈদও দুটি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আয্‌হা। ফেরেস্তাদের ঈদ অনুষ্ঠিত হয় রাত্রে- যেহেতু তারা নিদ্রা যায় না। আর মুমিনদের ঈদ অনুষ্ঠিত হয় দিনে- যেহেতু তারা রাত্রে নিদ্রা যায়। (আল্লাহর ঈদ হলো- ১২ই রবিউল আউয়াল ইয়াওমে বেলাদতে)। আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করে লাইলাতুল বারাআতে আত্ম প্রকাশ করেন। কেননা এ রাত্রটি হচ্ছে কৌশল পুর্ণ বিষয়ের ফয়সালার রাত। এ রাত্রটি হচ্ছে ক্রোধ ও সন্তুষ্টির রাত্র। কবুল ও প্রত্যাখ্যানের রাত্র, নৈকট্য ও দূরত্বের রাত্র, সৌভাগ্য ও দূর্ভাগ্যের রাত্র, মর্যাদা ও পরহেজগারীর রাত্র (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন পৃঃ ৩৬৫)।

শবে বারাআতের ইবাদত

শবে বারাআতের ইবাদত হলো- নফল ইবাদত। নফল নামায, জিকির আজকার, তিলাওয়াত, দরূদ শরীফ, মিলাদ শরীফ, কবর যিয়ারত- ইত্যাদি নেক কাজের মাধ্যমে রাত্র জাগরণ করে আল্লাহর দরবারে আগামী এক বৎসরের সৌভাগ্য প্রার্থনা করা ও বিগত দিনের গুনাহ্ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা- এই রাতের প্রধান কাজ। বাংলাদেশে এবং মক্কা শরীফেও শবে বারাআতের রোজা উপলক্ষ্যে হালুয়া রুটি তৈরি করে ঘরে ঘরে, মসজিদে মাদ্রাসায়, এতিমখানায় বিলায়। এটা শরিয়তে বৈধ এবং ইসলামী শরিয়তের একটি বৈধ প্রথা এবং অনুষ্ঠান। ইসলামী সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে এগুলো প্রচলিত। সুতরাং এগুলোকে বেদআত

বলার অর্থ হলো- প্রতিষ্ঠিত বিষয়কে পুনরায় বিতর্কিত করে তোলা এবং মানুষের মনে ইসলামী রীতিনীতি সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি করা। সৌদি সরকার ও তার এদেশীয় এজেন্টরা শবে বরাত, শবে ক্বদর, আশুরা, মেরাজ ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে বিতর্ক ও সন্দেহের জন্ম দিচ্ছে।

নিম্নে কিছু ইবাদেতর নিয়ম লিখা হলো-

১। শবে বরাতে মাগরিবের পর এই নিয়তে গোসল করা যে, পাক পবিত্র শরীরে সরারাত ইবাদত করবো। ইহা অতি উত্তম। তা না পারলে শুধু ওযু করে দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করবে। প্রতি রাকআতে একবার সুরা ফাতেহা, তিনবার সুরা ইখলাস পাঠ করবে। এরপর দরূদ শরীফ ১১ বার পাঠ করে এভাবে মুনাজাত করবে-

اللهم ان كنت كتبت اسمى فى ديوان الاشقياء فامحة وان كتبت اسمى فى ديوان السعداء فاثبته- يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحيوة الدنيا وفى الاخرة-

-"হে আল্লাহ তুমি যদি আমার নাম দূর্ভাগ্যবানদের দফতরে লিখে থাক- তাহলে দয়া করে মুছে ফেলো। আর যদি ভাগ্যবানদের দফতরে লিখে থাক- তাহলে ঠিক রাখ। এরপর আয়াত শরীফ খানা তিলাওয়াত করবে।

২। ইশার নামায বিত্‌র সহ আদায় করে নেবে- যাতে ফরজ ওয়াজিব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। পরে নফল নামায শুরু করবে। তাফসীরে সাভীরে সূরা দুখানে বাখ্যায় ১০০ রাকআত নফল নামাযের উল্লেখ আছে-

من صلى فيها مائة ركعة ارسل الله تعالى اليه مائة ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة- وثلاثون يؤمنونه من عذاب وثلاثون يدفعون عنه افات الدنيا- وعشرة يدفعون عنه مكائد الشيطان-

-"যে ব্যক্তি এই রাত্রে একশত রাকআত নফল নামায আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার কাছে একশত ফেরেস্তা প্রেরণ করবেন। তন্মধ্যে ত্রিশজন ফেরেস্তা তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনাবেন, ত্রিশজন ফেরেস্তা তাকে জাহান্নামের আযাব থেকে নিরাপত্তার বাণী শুনাবেন, ত্রিশজন ফেরেস্তা তাকে দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং দশজন ফেরেস্তা তাকে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করবেন।

৩। হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রা.) গুনিয়াতুত ত্বালেবীন গ্রন্থে উল্লেখ আছে- যারা বছরের পবিত্র রাত্রিগুলোতে ১০০ রাকআত ছালাতুল খায়র (হাম্বলী মাযহাব মতে বা জামায়াতে) আদায় করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য আট বেহেস্তের দরজা খুলে দেবেন এবং সাত দোজখের দরজা বন্ধ করে দেবেন। এ নামায দু রাকআত করে নিয়ত করতে হবে। প্রতি রাকআতে আলহামদু একবার এবং কুলহুয়াল্লাহ ১০ বার করে পড়বে। এভাবে ৫০ নিয়তে ১০০ রাকআত আদায় করবে। (হানাফী মাযহাব মতে ঘোষণা দিয়ে আয়োজন করে (তাদায়ী) জামায়াতের সাথে নফল নামায বা তাহাজ্জুদ অথবা কিয়ামুল লাইল পড়া মাকরূহ তাহরীমী।

৪। ১০০ রাকআত পড়া সম্ভব না হলে যতটুকু সম্ভব আদায় করবে। আর তাও না পারলে প্রতি রাকআতে একবার আলহামদু ও তিনবার কুলহুয়াল্লহু দিয়ে নফল নিয়তে যত ইচ্ছা আদায় করতে থাকবে। মাঝে মাঝে দরুদ শরীফ পড়বে। মসজিদের ইমাম সাহেব সকলকে নিয়ে পুরা রাত্রির প্রোগ্রাম তৈরী করলে সুন্দর হয়। কিছু সময় নামায, কিছু সময় মিলাদ কিয়াম, কিছু সময় জিকির আজাকর, কিছু সময় যিয়ারতের সুযোগ দান- ইত্যাদি কর্মসূচী তৈরী করে নিতে পারেন। বেশী বেশী দরূদ শরীফ পড়া উত্তম। ফেরেস্তা সাক্ষী হবেন।

কবর যিয়ারত করা এবং অন্যায় আনন্দ থেকে বিরত থাকা

শবে বারাআতে পিতা-মাতা, আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে সকলের কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। ওলী আল্লাহদের মাযার যিয়ারত করা আরও উত্তম। কেননা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনা শরীফে অবস্থিত সাহাবীগণের মাযার ও কবরস্থান জান্নাতুল বাক্বী যিয়ারত করতেন। ইহা হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু সৌদী ওহাবীরা ও তাদের এদেশীয় এজেন্টরা কবর যিয়ারত করাকে এ রাতে ভিত্তিহীন বলে। এ নিয়ে ১৯৮৫ ইং সনে শবে বারাআতের রাত্রে খোদ হেরেম শরীফ এক সরকারী

ওহাবী ওয়ায়েজের সাথে আমার ভীষণ তর্ক হয়েছিল। আল্লাহর ফজলে উক্ত মৌলভী সাহেব পরাস্ত হয়ে অবশেষে পলায়ন করেন এবং তার সাথে আরও ২৫ জন ওয়ায়েজ ভয়ে পলায়ন করেন। কিছু বাংগালী ও পাকিস্তানী ওমরাকারী আমাকে সমর্থন করার উক্ত ওহাবী মৌলভীগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করেন। আমার সাথী ১৩ জন বাংগালী আলেম ও বিভিন্ন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল সেদিন এই ঘটনা দেখে ও শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সে রাত্রিটি ছিল দীর্ঘ চন্দ্র গ্রহণের রাত। সেদিন এক আরবী ধনাঢ্য ব্যক্তি আমাদের ১৩ জনের কাফেলার সকলকে তাঁর ঘরে মিলাদ পড়ার দাওয়াত করেন এক বাংগালী ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে। আমরা গিয়ে দেখি- তিনি হালুয়া রুটি তৈরী করেছেন আমাদের দেশের মত। আমরা মৌলুদে বরজিঞ্জি থেকে আরবী মিলাদ শুরু করলে ঘরের মালিক আমাদের সাথে সাথে সব আরবী কাসিদা সুন্দর ও মিষ্টি সুরে তিলাওয়াত করেছিলেন। তিনি বললেন- ওহাবী নজদী শাসকরা আইন করে মিলাদ শরীফ বন্ধ করে দিয়েছে। তাই ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে চুপেচুপে মিলাদ শরীফ জান্নাতুল মোয়াল্লা ও জান্নাতুল বাক্বীর যিয়ারত সরকারী ভাবে সেদিন বন্ধ রাখা হয়। কত বড় যুলুম।

এ রাতে কিছু কিছু ছেলে ছোকরারা ঈদের মত আনন্দ ফুর্তি করে এবং পটকা ও বাজী ফুটায়। এটা শরিয়ত পরিপন্থী কাজ। হিন্দুস্থানে দেওয়ালী পুজায় এ ধরনের পটকাবাজী করা হয়। সরকারী ও বেসরকারীভাবে এ সমস্ত অন্যায় বন্ধ করা দরকার। এগুলো সন্ত্রাসের আলামত ও ক্ষতির কারণ। পিতা-মাতা আপন আপন সন্তানকে নামাযে মশগুল করে রাখলে এ কাজ হতে পারেনা। পিতা-মাতা একটু যত্নবান হলেই এটা বন্ধ করা সহজ হবে।

শবে বারাআত, শবে ক্বদর, রমজান ও তারাবিহ উপলক্ষ্যে মসজিদ আলোক সজ্জিত করা ঃ

তাফসীরে রুহুল বয়ান সূরা মুলক ২৯ পারায় মসজিদে নববীর আলোক সজ্জা সম্পর্কে দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সুরা দুখান ২৫ পারায় শবে বারাআতের বয়ানে শবে বারাআতের রাত্রে মসজিদ আলোকে সজ্জিত করা সুন্নাতে ওমর (রা.) ও মুস্তাহাব বলে ওলামাগণের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। এখন শুনুন রুহুল বয়ানের আরবী এবারত ঃ

وذكر ان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا جاء العشاء يوقد فيه بسعف النخل- فلما قدم تميم الدارى رضى الله عنه المدينة من الشام صحب به القناديل والحبال والزيت وعلق تلق تلك القناديل بسوارى المسجد واوقدت فقال عليه السلام نورت مسجدنا نور الله عليك اما والله لو كان لى اربنة لا نكحتكها وسماه سراجا وكان اسمه الاول فتحا- ثم اكثرها عمر رضى الله عنه حين جمع الناس على ابى بن كعب رضى الله عنه فى صلاة التراويح- فاما راها على رضى الله عنه ترهر وقال نورت مسجدنا نور الله قبرك يا ابن الخطاب الخ-

-"উল্লেখ আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (দঃ)'র মসজিদে নববীতে প্রথম দিকে রাত্র এশার নামাযের সময় খেজুরের গুঁড়ি দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে সমজিদ আলোকিত করা হতো। হযরত তামীম দারী (রা.) যখন শাম দেশ থেকে মদিনা শরীফে আগমন করলেন, তখন তিনি সাথে করে অনেকগুলো ঝালর বাতি ফিটিং করে দিয়ে মসজিদকে আলোকোজ্জল করে তুললেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অবস্থা দেখে খুশীতে বলে উঠলেন- তুমি আমাদের মসজিদকে আলোক সজ্জিত করেছো- আল্লাহ্ তোমাদের কবরকে আলোকিত করে দিন। আল্লাহর শপথ করে বলছি- আমার যদি কোন মেয়ে অবিবাহিতা থাকতো, তাহলে তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিতাম। অতঃপর নবী করিম (দঃ) ঐ ঝালর বাতিকে সিরাজ বা চেরাগ নাম করণ করেন। এর পূর্বে ঐগুলোর নাম ছিল আল ফাতাহ।

এরপর হযরত ওমর (রা.) নিজ খেলাফত কালে এই চেরাগের সংখ্যা অনেকগুণ বৃদ্ধি করেন- যখন তারাবীহ নামায পড়ার জন্য লোকেরা হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) পিছনে একত্রিত হন। (খতমে তারাবিহর প্রথম ইমাম ও হাফেজ ছিলেন উবাই (রা.)। হযরত আলী (রা.) যখন এই মসজিদ সাজানী ও আলোক সজ্জা

দেখলেন- তখন তিনি খুশিতে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলেন- হে ওমর ইবনে খাত্তাব, আপনি আমাদের এই মসজিদকে আলোকিত করেছেন, আল্লাহও আপনার কবরকে আলোকিত করুন।" (তাফসীরে রুহুল বয়ান ২৯ পারা)।

তাফসীরে নাঈমীতে আর একটু উল্লেখ আছে- হযরত ওমর (রা.) একথা শুনে মন্তব্য করলেন "হুজুর (দঃ) যে ভাবে তামীম দারীর জন্য দোয়া করেছেন, হুজুরের জামাতা হযরত আলীও আমার জন্য সেভাবে দোয়া করলেন। আমি আশা করি- তাঁর দোয়াও আল্লাহর দরবারে কবুল হবে।" (তাফসীরে নাঈমী)।

তাফসীরে রুহুল বয়ানের মাসয়ালা ঃ

اذا جعل الله الكواكب زينة السماء التى هى سقف الدنيا فليجعل العباد المصابيح والقناديل زينة سقوف المساجد والجوامع ولا سرف فى الخير (روح البيان تحت ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح....)

-"আসমান হচ্ছে দুনিয়ার ছাদ। এই ছাদকে আল্লাহ্ তা'আলা নক্ষত্র মন্ডলী দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আলোকিত করেছেন। কাজেই মসজিদের ছাদকে বান্দারা যেন ঝালর ও বাতি দ্বারা আলোকিত করে। বড় বড় জামে মসজিদকে যেন আলোক সজ্জিত করে- নেক কাজে যতই খরচ করা হোক- তা অপব্যয় বলে গণ্য হবেনা। (তাফসীরে রুহুল বয়ান ২৯ পারা)।

উপরে বর্ণিত হাদিসের আলোকে তাফসীরে রুহুল বয়ান ২৫ পারা সুরা দুখানে শবে বরাতে প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন শবে বারাআতে মসজিদ আলোক সজ্জিত করা উত্তম বলে অনেক উলামা ও ইমামগণ মত প্রকাশ করেছেন এবং সূত্র হিসাবে তাঁরা হযরত তামীম দারী ও হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক মসজিদে নববীকে অনেক বাতি দিয়ে আলোকিত করার ঘটনাকে দলীল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। নেক কাজে যতই খরচ করা হোক- তা অপব্যয় হিসাবে গণ্য হবেনা। হযরত ইমাম হাসান (রা.) অনেক দান খায়রাত করতেন। এ অবস্থা দেখে কেহ বললেন- لاخير فى الاسراف অর্থাৎ অপব্যয় করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। ইমাম হাসান তার কথা রদ করে উত্তর দিলেন لا اسرف فى الخير অর্থাৎ ভাল কাজে অপব্যয় বলতে কোন জিনিস নেই। এটাই ইসলামী নীতি হিসাবে গন্য হয়েছে। যারা বিভিন্ন নেক কাজে বেশী খরচ করাকে অপব্যয়, শয়তানের ভাই- ইত্যাদি বলে সমালোচনা করে- তারা নবী বংশের দুশমন।

এক নজরে শবে বারাআতের ফযিলত ও করণীয় কাজ ঃ

১। শবে বারাআতের মানুষের বার্ষিক ভাগ্যলিপি লিখা হয় এবং বিগত বছরের আমল নামা খোদার দরবারে পেশ করা হয়।

২। এক বৎসরের হায়াত মউত রিযিক দৌলত- তথা ভাগ্য নির্ধারণ হয় শাবানের মধ্য রাত্রিতে।

৩। এই রাত্রিতে আল্লাহ্ পাক বান্দার দিকে বিশেষ রহমতের নজরে তাকান।

৪। এই রাত্রিতে ৭০ হাজার ফিরিস্তা নিয়ে জিবরাঈল দুনিয়াতে আসেন এবং রহমত বন্টন করেন।

৫। আরবের বনী কাল্‌ব গোত্রের ৩০ হাজার বকরীর পশমের সংখ্যারও অধিক গুনাহ্গারকে ক্ষমা করা হয় এ রাত্রে।

৬। এ রাত্রিতে কবিরা গুনাহ্গার ব্যতিত সকলকে সরাসরি ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং তাওবা করলে কবিরা গুনাহ্গারকেও ক্ষমা করা হয়।

৭। এ রাত্রিতে নফল নামায, তিলাওয়াত, মিলাদ কিয়াম, জিকির আজকার, দান খায়রাত, কবর যিয়ারত করা উত্তম। নবীজী এ রাত্রে জান্নাতুল বাক্বীর মাযার যিয়ারত করেছেন।

৮। এই রাত্রে আগামী এক বছরের যাবতীয় বিষয়াদি নির্ধারিত হয় এবং শবে ক্বদরে সংশ্লিষ্ট ফিরিস্তার কাছে হস্তান্তর করা হয় (তাজকিরা)।

৯। এই রাত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফায়াতের পূর্ণ অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

১০। শবে বারাআতের, শবে ক্বদরে, তারাবিহ নামাযে মসজিদকে আলোকসজ্জিত করা হযরত তামীম দারী (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) এর সুন্নাত।